পাপনিধি

বা

UNLUCKY FORTUNE.

"নিয়তি কেন বাধ্যতে।"

শ্রীযাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীণা

প্রণীতম্।

শ্রীমতা অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়েন

প্রকাশিতঞ্চ।

নং ২৭[illegible] গিন্ধের লেন, কলিকাতা।

"সাধুভিরুপেক্ষিতং যত্তৎ অসাধুভি বিগর্হিতং"।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

সন ১৩২৭ সাল।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র

পূর্ব্বাভাষ।

সুরনগরের খেচরীমহল্লায় এক জীর্ণবাটীর একটী প্রকোষ্ঠে এক রমণী শয্যায় শায়িতা। প্রসব বেদনায় অস্থিরা। ইনিই শ্রীভগবান চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাধ্বী স্ত্রী শ্রীমতী মহামায়া দেবী। প্রকোষ্ঠে প্রদীপটীতে. তৈল বড়ই কম, আলোকও তদ্রূপ ম্রিয়মান। বিষয়ের গুরুত্বের তুলনায় অতি দরিদ্রের গৃহেও পরিচর্য্যার লোক শয্যাদি ও আলোকের ব্যবস্থা ইহা অপেক্ষাও অধিক হয়। কৃষ্ণপক্ষের দশমীর রাত্রি আট ঘটিকা উত্তীর্ণ চারিদিক অন্ধকার, মাত্র আকাশে নক্ষত্রের আলোক; মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে, ঝিঁ ঝিঁ রবে ও মধ্যে মধ্যে পেচকের শ্রুতি কঠোর স্বরে, প্রকৃতি দেবীর নিস্তব্ধতায় বাধা দিতেছে। প্রকোষ্ঠান্তরে মহামায়া দেবীর যন্ত্রণাসূচক অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজের মনে ভগ্ন বারাণ্ডায় বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছেন আর উদাস নয়নে উদ্গিরীত ধূমের গতি লক্ষ্য করিতেছেন যেন গোলাকার ধূম প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের চিন্তা স্রোত ক্রমশঃ গোলাকার ধারণ করিতেছে। চিন্তাস্রোতে অকস্মাৎ বাধা পড়িল। উপস্থিত বাটীর একমাত্র পরিচারিকা বা ধাত্রী আসিয়া খবর দিল একটী সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পরও আর একটী সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াছে অতএব ধাত্রীকে দুইটী সন্তান প্রসব করাইবার কারণ পারিতোষিক বেশী দিতে হইবে। শুনিবামাত্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় চমকিত, তাম্রকূট আর সেবন করা হইল না! একটী সন্তানের ভরণ পোষণই তাঁহার পক্ষে কষ্টকর, তাহার উপর আবার আর একটী সন্তান! চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজের অদৃষ্টে ধীংকার দিয়া কপালে আঘাত করিলেন আর কাঁদিয়া ফেলিলেন। ধাত্রীত স্ত্রীলোক বটে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তৎ-কালীক অবস্থা দেখিয়া আর বাক্যব্যয় না করিয়া প্রসূতীর প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল।

দিনের পর দিন গত, চক্রবর্ত্তী মহাশয় যথাসাধ্য ব্যয় করিয়া পুত্রদ্বয়ের জাতক্রিয়াদি সম্পাদন করাইলেন, ধাত্রীও বিদায় হইল। শ্রীমতি মহামায়া দেবীও সূতিকাগৃহ হইতে কোনক্রমে পরিত্রাণ পাইয়া সুন্দর সুশ্রী পুত্রদ্বয়ের যথাসাধ্য প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। খেচরীমহল্লার জনসাধারণের সাহায্যে যমজ সন্তানদ্বয়ের অন্নপ্রাশন শুভ নামকরণ ইত্যাদি শ্রীভগবান কোন প্রকারে সারিলেন, অনুষ্ঠানের ক্রটী কিছুই হইল না। মিনিট্ দশেক পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হইবার কারণ শ্রীমান্ মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জ্যেষ্ঠ এবং মিনিট দশেক পরে ভূমিষ্ঠ হইবার কারণ শ্রীমান্ যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হইলেন কনিষ্ঠ। সুরনগরের সাধারণ ইতিহাস পাঠে এই প্রকারই অবগত হওয়া যায়।

উক্ত ইতিহাস পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে শ্রীমান্ মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পরে মদনচাঁদবাবু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। উভয়ের কোষ্ঠিকাকারগণ বলেন যে এই দশমিনিট অগ্রপশ্চাৎ ভূমিষ্ঠ হইবার কারণ শ্রীমান্ মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ওরফে মদনচাঁদ বাবুর অপঘাত মৃত্যু এবং শ্রীযাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুনর্জ্জন্ম হয়। পাঠক পাঠিকাগণ মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ওরফে মদনচাঁদ বাবুর শৈশব ও যৌবন পরবর্ত্তী আখ্যায়িকা পাঠে অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন ও তাঁহার নির্ব্বংশ হইবার কারণও বুঝিতে বাকী থাকিবে না। শ্রীমান্ যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুনর্জ্জন্ম পূর্ব্বেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বেশী কিছু বলিবার নাই, অলমতি বিস্তরেণ।

গ্রন্থ প্রকাশকস্য—

পাপনিধি ।

UNLUCKY FORTUNE.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

মদনচাঁদ চক্রবর্ত্তী ...	জনৈক ধনাঢ্য কৃপণ।
স্বরূপচাঁদ	মদনচাঁদের বন্ধু।
বিমান	মদনচাঁদের পুত্র (অজ্ঞাত)।
খুড়ামশাই	বিমানের জ্ঞাতি ও অভিভাবক।
কিশোর	খুড়ামশাইয়ের পুত্র।
নীমচাঁদ	জনৈক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি।
শ্যামল ও কমল	বিমানের পুত্রদ্বয়।
চক্রবর্ত্তী	স্বরূপচাঁদের বন্ধু ও কার্য্যকারক।

দারোগা, চৌকীদার, ইন্‌স্পেক্টার, নাগরিকদ্বয়, দরওয়ান,
হরে চাকর, প্রতিবেশীদ্বয়।

স্ত্রীগণ।

বিধুমুখী	বিমানের স্ত্রী।
পিসিমা	ঐ সম্পর্কে পিসি।
প্রমীলা	খুড়ামশাইয়ের কন্যা ও কিশোরের ভগ্নী।
দেবী	অধিষ্ঠাত্রী দেবী (ছায়া)।
সুশীলা	বিমানের মাতা (ছায়া)।

পাপনিধি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল।

দ্বিতল ঘরের মধ্যে লোহার সিন্দুক খুলিয়া গলিয়া হইতে মোহর গুনিতে ব্যস্ত—হাঁটুর উপর কাপড় পরা ফতুয়া গায়ে মদনচাঁদ আসীন।

মদন। (স্বগতঃ) আজ আমার মনটা বড় ভাল নাই, কেন তা বল্‌তে পারি না। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) যখন আমার বয়স মাত্র আঠার, তখন পিতা আমায় সংসার সমুদ্রে ভাসাইয়া দেন। হাতে এক কপর্দ্দকও নাই, ছিন্ন মলিন বসন, অর্দ্ধাশনে শুষ্ক দেহ, আমার দিকে কেহই ফিরিয়াও চাহিল না। আমিও গর্ব্বিত, কাহারও নিকট কখনও ভিক্ষা চাই নাই। নিজ অধ্যবসায়ের উপর নিজ পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা উপার্জ্জন করিতাম তাহাতেই নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে থাকিলাম, আজ সেই সঞ্চয়ের ফলে আমি ক্রোড়পতি। তখন যে সব লোক আমায় চিনিতও না—আমার ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবসন্ন দেহ দেখিয়াও মুখে ভাল মন্দ দুটো কথাও বলে নাই। বলিহারি অর্থের মহিমা !!! সেই সব লোক আজ আমার পদানত পরমবন্ধু (উত্তেজনার সহিত)

এখন আমি তাহাদের কাছে রূপবান, সুশ্রী, বিদ্বান্। (মোহরগুলি চুম্বন করিতে করিতে) কাজ কি আমার আর কাহাকে? (মোহরগুলি দেখাইয়া) পৃথিবীতে তুমিই আমার বন্ধুবান্ধব, ভাইভগ্নী তুমিই সব।

(নেপথ্যে নীচে সদরদরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।)

(মদনচাঁদ চমকিত হইয়া) সদরদরজায় এ সন্ধ্যাকালে কড়া নাড়ানাড়ি করে কে? কেউ বুঝি অনুগ্রহ করে আমার (মোহর দেখাইয়া) এইগুলি নেবার চেষ্টায় এলেন। দাঁড়াও বাবা!! আগে সবগুলি তুলে সিন্ধুক বন্ধ করি তারপরে দেখ্‌ছি—(মোহরের থলিয়াগুলি গুনিয়া সিন্ধুকে রাখিয়া বন্ধ করণ)

(দোতালার খড়খড়ির পাখি খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া ভিতর হইতে) কেও নীচে কড়া নাড়ে, কেহে?

(নেপথ্যে নীচে হইতে) মশাই কি স্বরূপবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণে যাবেন, আমরা সকলে যাচ্ছি—আপনি যাবেন ত চলুন।

মদন। (উদ্দেশে) আপনারা সকলে অগ্রসর হন পরে আমি যাচ্ছি! (স্বগতঃ) উঃ কি ভালবাসা—রে!!! (খড়খড়ি জানালা বন্ধ করিয়া ঘরে আসিয়া নিজের মনে) আজকাল মাঝে মাঝে আমার বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা আমার স্ত্রী, ছেলে সবই ছিল। হতভাগা লোকে বলে আমার স্ত্রী সুশীলা দুঃখে ভগ্ন হৃদয়ে মারাগিয়াছে—এটা কি কথা বাবা!! মানুষের হাত ভাঙ্গে, পা ভাঙ্গে, মাথা ভাঙ্গে, হোঁচট্ খেয়ে নাক ভাঙ্গে, গলা ভাঙ্গে, হৃদয় ভগ্ন কি রকম! তবু আমার স্ত্রীকে মাসে মাসে পাঁচ পাঁচ টাকা—জলপানি দিতাম। এইত দেখনা আমার মাসিক দুই টাকায় রাজার হাল চলে! কত খাবে বাবা? (দুঃখে ও আনন্দে) ছেলেটা থাক্‌লে খুব বড় হত, না? দুজনে বেশ থাক্‌তুম্! কি—কিন্তু—উ—উ—(সহসা) কত খেতরে বাবা ও বাবা কত উড়াত!!! (বড় হাতবাক্স

খুলিয়া হীরা, মতি, চুণি, পান্না, জহরতের থলেগুলি খুলিতে খুলিতে) আচ্ছা আজ আমার সব সেকালের কথা মনে পড়ছে কেন? আমার মাথা খারাপ হয়েছে, আগে'ত এরকম কখন হত না। বোধ হয় আমার বয়স বেশী হয়েছে? তাই বা কত (বলিতে বলিতে অর্দ্ধ-শায়িত হইয়া নিজের বুকের উপর থলিগুলি রাখিয়া সুখ অনুভব করিতে করিতে) আঃ আঃ আঃ আহাঃ—

(সহসা শিরোদেশে দেবীর আবির্ভাব)

নেপথ্যে গীত।

মায়াজালে তুমি মোহ মুগ্ধ হয়ে
আপন মায়ায় আপনা পাশরি—

মদন। (উঠিয়া বসিয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ!! একি আমার ঘরে তুমি কে দেবী—

মিছে ধন লোভে নিত্য সত্যময়ে
ভুলিয়া রহিলে, (সে যে) প্রেমের কাণ্ডারি

মদন। (স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায়) দেবী! আমি কাকে ভুলে রয়েছি—এই যে আমার ধন হীরে, পান্না, মোহর, চুণি——

ভুবন মোহন শ্যাম-বরণ
মোহন মুরলী বাদন
অন্তর বিমল কিশোর সুশীল
প্রেম চকোর গোলক বিহারি।

[ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান

মদন। (চীৎকার করিয়া) না না যেওনা মা, কেন সুশীলা বিমলের বার্ত্তা জাগিয়ে দিলে মা, এ বৃদ্ধ বয়সে আমি একা হলুম কেন? তারা কোথায় মা? (ভাবিয়া) না না এসব মায়া! আমার টাকা-গুলি কেড়ে নিয়ে আমায় পথের ভিখারী করবার ইচ্ছা, খাতক বেটারা আমার আসল সুদ ফাঁকি দেবার মতলবে এই নেহাৎ সুন্দরী ছুঁড়িটাকে আমায় ভুলাবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। থাকো বাবা, আসল ও সুদ দেবেনা আদালত আছে দেখে নোবো! একটী পয়সাও ছাড়বো না।—(ভাবিতে ভাবিতে স্বগতঃ) তা—তা ছেলেটা আমার কতই বা খেতো না হয় মাসে ৪৲ টাকাই খাক্—তবু আমার কত তাগাদা পত্তর করত! আর সুশীলা বেচারা বড় ভাল লোক ছিল—আরে দূর্ ছাই এ বয়সে এসব ভাবনা কেন (সহসা উঠিয়া) দূরহ মিছে ভাবনা, আচ্ছা আমার মনটা নরম হচ্ছে কেন? এ সংসারটা কিসের—নিজের হক্ গণ্ডা আদায় কর্ব্ব তাতে অধর্ম্ম কি? জগতে প্রতারণা ভিন্ন কি আছে! Traders cheat the Public, Lawyers cheat, রামের ধন শ্যামকে দিয়ে the Judges commit inequities, বাবাজীর কি কড়া আমল সাক্ষী উপস্থিত নেই তদ্বিরে বিলম্ব মোকদ্দামা ডিস্‌মিস্। (ঘড়ি দেখিয়া) এইবার স্বরূপের বাড়ি নেমন্তন্নে যাই (পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে) আচ্ছা স্বরূপ চাঁদটী কি বোকা, বাপ মরে গিয়েছে—আহা বাপের জন্য কত দুঃখ আবার তার উপর লোকজন খাইয়ে পয়সা খরচা করে আর একটা দুঃখ আনা কেন বাবা? শ্রাদ্ধ করে নিজে না খেয়ে পরকে ভাল করে খাইয়ে, এতে কি প্রয়োজন? এরা সব কি মূর্খ, মরলে পরে বাবা, আর খাবার যোটী নেই! পিণ্ডি খাবে কি করে? হায় ভগবান!

(জহরতের থলিগুলি বাক্সে পুরিয়া বন্ধ করা)

প্রভাতি কিরণ ধীর সমীরণ।
আমার ধনের তুল্য এরা, না হয় কখন॥
(গাহিতে গাহিতে নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সন্ধ্যাকাল—স্বরূপচাঁদের বৈঠকখানা ঘর। স্বরূপচাঁদ ও চক্রবর্ত্তী আসীন। বারাণ্ডায় নিমচাঁদের পদ চারণা। ৪ জন বালকের নীচে গোলমাল করণ—

স্বরূপ। (বারণ্ডার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) দেখ চক্রবর্ত্তী, নিমের কাণ্ড-কারখানাটা দেখ। এই বেলা ৫টা থেকে ৬টা বাজতে চল্‌লো খালিই পদ চালনা হচ্চে। বলি খিদে বাড়িয়ে কি হবে বাবা। আমার কি সামর্থ আছে যে অনেককে বলি ও অনেক লোক খাওয়াই। আজ বাবার আত্মশ্রাদ্ধ তাই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ খাওয়া'ব মনে করেছি—তা দেখনা নিমের কাণ্ড দেখনা, বেটা খালিই খিদে বাড়াচ্ছে। আমার বন্ধু মদনচাঁদ দেখ কত ধনের মানুষ, অগাধ পয়সা—কখনও কি তাঁর বাড়িতে কারুর পাতা পড়্‌তে দেখেছ? খালি আমার উপর জুলুম—কোথায় দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ গোনাগুন্‌তি নেমন্তন্ন করেছি তা দেখ দেখি অত্যাচার, চারটে ছেলে সঙ্গে করে আসা হয়েছে। ৪টা ছেলেতে বাড়ি মাতকরে ফেলেছে, বলি চক্রবর্ত্তী এটা কি অত্যাচার নয়?

চক্রবর্ত্তী। আরে চুপ ক'র না—খাবার সময় দেখা যাবে। রস-গোল্লার রস ⁄২॥৹সের এনেছি—তাতে গোনাগুনতি ১২টা রসগোল্লা ভাস্‌ছে—আর যা হালুয়া তৈরি করেছি——

স্বরূপ। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া) হালুয়া তৈরি করেছ, আমার মাথা খেয়েছ—আরে তাতে যে সুজি, চিনি, ঘি, দুধ——

চক্র। (স্বরূপের মুখে হাত চাপা দিয়া) আরে চেঁচাও কেন? চুপ চুপ!—সুজির মাথা খেয়েছে—ঘোষেদের বাড়ির নৈবিদ্যির আলো-চালগুলো ছিল সেই গুঁড়িয়ে সুজি হয়েছে। চিনি কিহে! পনে'র আনা করে একড়া আমলে চিনির সের—আরে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে—আরে সেই যে তোমার বাবা তামাক খেতে ভাল-বাস্‌তেন বলে তুমি ১টিন চিটেগুড় ।৶৹আনায় কিনেছিলে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক বাকি ছিল সেই গুড় জ্বালদিয়ে তার করিয়ে নিয়েছি মন্দ মিষ্টিও নয়। ঐ সুজি ঐ ছাঁচিগুড় ও জল, এই তিন বাদশাই মশলা দিয়ে বাবা সের দশেক হালুয়া করাগিয়েছে বামুন বেটারা কত খাবে খাক্ না। তবে কি জান লুচি চারখানা করে পাতে দিতেই হবে—কিন্তু ছেলেগুলোর পাতে এক এক খানার বেশী শম্মা'ত ছাড়ছেনই না। তারপর কচুর তরকারি, সেটা কিন্তু খেয়ে দেখেছি বড় ভাল হয়েছে—এই যা একটু মুখে লাগে।

স্বরূপ। আরে লাগুকগে্ যাগ, বেটারা কচুর তরকারি কখনও কি বাপের জন্মে খেয়েছে, তার উপর তুমি যখন বল্‌ছ বড় ভাল হয়েছে তখন আর—

(মদনচাঁদের প্রবেশ)

আসুন মদনচাঁদ বাবু আসুন আসুন।

মদন। আরে তুমি নাকি বাপের শ্রাদ্ধ কর'ছ, এতগুলো লোক খাওয়াচ্ছ—বলি এইবারে তুমি দেখছি দ্বিতীয় দাতাকর্ণ হয়ে যাচ্ছ

আমার বড় ভয় হচ্ছে অনেক খরচ, আসবার সময় গুন্‌তে গুন্‌তে এলেম আমি নিয়ে ১৬জন, তার উপর বাড়ীর চাকরটা আছে, তোমার স্ত্রী আছে, মেয়েটী আছে, তার নাকি আবার বিয়ে হয়েছে (স্বরূপের ঘাড় নাড়ন 'হাঁ') তাহলে জামাই আছে, এইবার স্বরূপবাবু সাবধান, তোমার কি আর বিষয় হে—হদ্দ লাখ্‌খানেক জমিয়েছ, তাতে এত খরচ, এ যে ফেল হবার যোগাড়।

চক্র। তাবটে, কিন্তু স্বরূপ বাবুর বাপের আদ্যশ্রাদ্ধ দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ খাওয়াতেই হবে, তাতে যত টাকাই খরচ হোক্ না।

মদন। ওহে স্বরূপ বাবু এই গোবর গনেশ চকাটাকে তোমার মন্ত্রী করেছ, এর পরামর্শ মতে কায কচ্ছ, কই আমারত বাবা ছিল বাবা মরবার পর যে দিন শুন্‌লেম বাবা আমার মরেছে, দৌড়ে গঙ্গার ঘাটে গেলেম—১টা বড় জোরে ডুব দিলাম, আঁচলা আঁচলা জল নিয়ে বাবার উদ্দেশে তর্পণ করলাম বাশ্‌ বাবাও ঠাণ্ডা আমিও ঠাণ্ডা। তোমার এসব খাওয়ান কিহে, এ যে ফতুর হবার লক্ষণ।

স্বরূপ। আর কি করব দাদা খাইয়েই ফতুর। তবে কি জান দাদা, স্ত্রীর পেটের অসুখ করেছে তাকে ধম্‌কে দিয়েছি সে খাবেনা, খেলেই অসুখ বাড়বে। জামাই আফিসে কায করে, আজ শুক্রবার আসতেই পারবে না। মেয়েটা খানকতক লুচি ভেজেছে, হালুয়া ও কচুর তরকারি করেছে—খেটেছে—সে শুয়ে পড়েছে—আর তার একটু ম্যালেরিয়ারও দোষ আছে সে বোধ হয় খেতে পার্ব্বে না। চাকরটাকে একটা পয়সা দিয়েছি, সে আমার বড় ভাল চাকর, মুড়ি কিনে খাবে, তবু লুচির দিকেও তাকাবে না। তারপর আমরা দাদা কয়েকজন বুঝে সুজে খেলেই হবে, ভয় বেটা নিমেকে, দেখনা বেটা খিদে পাকাচ্চে (বারণ্ডায় পাইচারি করিতেছে নীমচাঁদের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া)

(নেপথ্যে কোলাহল "ঝড় উঠেছে ঝড় উঠেছে আমাদের পাতক'র পাতক'র")

স্বরূপ। দেখুন মদনবাবু বেটাদের কাণ্ডকারখানা? একটু সবুর সয়না। (কিঞ্চিৎ দেখিয়া) চক্রবর্ত্তী যথার্থই ঝড় আসছে, এই বেলা পাতকরে হালুয়া চড়াও বামুনরা খেতে খেতে ঐ ঝড় আস্‌বে তখন বাবাজীদের প্রাণটী হাতে করে উঠতেই হবে। বারওার ছাতেই পাতকর চক্রবর্ত্তী? (চক্রবর্ত্তীর প্রস্থান) মদনচাঁদ-বাবু আপনি একটু বসুন, এদের খাওয়াতে বড় বেশী দেরী হবেনা, তারপর আমরা তিনজনে খেতে বস্'ব কেমন, কি বলেন?

মদন। তা যেমন ভাল বোঝ, কিন্তু আকাশের গতিক বড় ভাল নয়, আর আমার প্রাণটাও কেমন আন্‌চান্ করছে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে। এ রাত্রে আর পাঁড়ের কাছে যাওয়া হলনা তার কাছে ১০০৲ টাকা আসল ও স্থদ ২৪৫৸/১৭৷৷=পাওনা। দেখ আমরা এত হিসেব করে টাকায় ৵৫ হিসাবে স্থদ নিই, কখন একটী পাই ও কাহারও নিকট বেশী লই না, তবুও বেটারা আমাদের দেখতে পারেনা, বলে আমরা জোচ্চোর মিথ্যাবাদী; ওঁরা যেন ধর্ম্মপুত্ত্ র যুধিষ্ঠির। টাকা ধার করবার সময় "মশাই কেমন আছেন" "আপনার শরীর গতিক সমস্ত মঙ্গল হয় বিশেষ" "কি জানেন আপনিই আমাদের মা-বাপ" "কি জানেন বিপদে পড়েছি পায়ে ঠেলবেন্ না আপনি উদ্ধার না করলে কে করবে বলুন" কি মিঠে বুকনী, যেন বুল বুল কপচাচ্ছে।

স্বরূপ। যা বলেছেন মদনবাবু এর একটীও মিথ্যা নয়।

মদন। ধার করবার পর যতদিন না তাগাদা করবে ততদিন তুমি বড়ই ভাল লোক মাটীর মানুষ, দেবতা বিশেষ আর যেই তাগাদা অমনি স্থদখোর বদমাস টাকায় ৵৫ পয়সা স্থদ জান? রক্ত

শোষা ছারপোকা তেলাপোকা ভীমরুল জোঁক আরও কত কি মধুর সম্ভাষণ হবে, শেষ লাঠি নিয়ে তেড়ে আস্‌বে। নালিশ করেছ কি অমনি Incarnation of justice গুলি ঐ সব ছোট বড় আদালতের ধর্ম্মাবতার গুলি ক্ষেপে উঠ্‌লেন, বলেন্ কি এত সুদ—আরে বাবা তোদের দুঃখু হয়ে থাকে খরচা গুলো পকেটথেকে দেনা বাবু?—তানয়; খরচা ডিগ্রি দোবনা, আসল তাও কিস্তি ক'রে নাও, যেন নিজের পৈতৃক সম্পত্তি, আমাদের টাকা নয় ওঁদের টাকা, হায়রে কপাল!

স্বরূপ। ওহো, ঘোর কলি, ঘোর কলি, মদনচাঁদ বাবু?

মদন। (আবেগে) এইবার একটা মত্‌লব ঠাউরেছি বুঝেছ স্বরূপ, যতটাকাই খরচ হোক্‌না খরচকরে নিদেন মুখুয্যে স্বরস্বতীকে ধরে, আমাদের মধ্যে একজনকে জজ ক'রে দোবোই দোবো, তা হ'লে সুদ খরচা কিছুই বাদ্ যাবেনা উকিল খরচাও পাওয়া যাবে। এইত মনে করেছি, এখন কাযে ভগবান কি করেন বলা যায় না।

স্বরূপ। এ প্রকার সদুদ্দেশ্যে আমার যেমন সংগতি সেই রকম চাঁদা দোবোই দোবো।

মদন। দেখ স্বরূপ আমার মনে হয় ভগবান্ ফগবান্ নেই যদি দাদা ভগবান্ থাকত, তাহ'লে আমাদের লোকে ভাল বাসতুই বাস্‌ত। এই যত বেটা হাড়্ হাবাতে মরাখুরে ওড়ন চণ্ডে ময়ূর চাপা কার্ত্তিক, কোঁচা দোলান পদ্মলোচন দিস্তে দিস্তে কাগজ লিখ্‌নেওয়ালা এম-এ, বি-এ, বিএল্‌লে ব্লে সিএল্‌লে ক্লে এঁরা হলেন সব ভাল লোক! আর আমরা—আমাদের দেখ মুখে মুখেই হিসাব দোরস্ত, এক টাকায় নয় পয়সা মাসে সুদ। আর কত সন্তর্পণে চালাই, একটুও অপব্যায় করিনা (চারিদিকে দেখিয়া) ভয়ে বিয়ে কর্‌লুম না পাছে দস্তস এ ত এ রফলা দীর্ঘইটী, গণ্ডা গণ্ডা ছেলে মেয়ে নিয়ে

ষষ্ঠীবুড়ি হয়ে খরচার চোটে জ্বালাতন করেন—বলি এত ক'রেও আহা রে! একালের কলির লোক, তোদের মন পেলেম না (আবেগে) দাদা এদুঃখ রাখ'ব কোথায় ও বলি কারে, এখন টাকা গুলো যা ফেলেছি সুদ শুদ্ধ পাই পয়সা আদায়. হলেই, এই আঁটকুড়ো দেশের মুখে ছাই না দিয়ে কাশীবাস করব; আর এ পোড়া দেশের মুখও দেখব না।

স্বরূপ। (দুঃখিত ভাবে) দেখ মদন দাদা? তুমি কাশীবাস কল্লেই আমি সেরে সুরে নিয়েই, হিমালয় পর্ব্বতে একটী গুহা তৈরি করে তাহার ভিতর আমার সাধের ধন রত্নগুলি চাপা দিয়ে না রেখে (আর কতই বা আছে খাইয়েই ফতুর ধর, লাখদেড়েক টাকা) আর একটী গুহায় না বসে, আমার সাধের ধনের চিন্তায় তন্ময় হয়ে সমাধি যোগালম্বন করব, কি ব'ল?

মদন। (বিরক্তির সহিত) স্বরূপ তুমি আমায় ঠাট্টা করছ' নাকি?

স্বরূপ। আজ্ঞে, যাথার্থই ঠাট্টা করি নাই—এই আমার মনের ভাবটা আজ কাল কেমন একরকম সন্ন্যেসী উদাসীন গোছের হ'য়ে পড়ছে—উদিকে কতদূর দেখিগে চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

(চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ। বারাণ্ডার ছাতে পাতা পাড়া ছেলেরা ব্রাহ্মণরা বসিয়াছে)

১ম বালক। চক্রবর্ত্তী মশাই পাতে লুচি দাওনা না হলে পাত ধরে রাখ্‌তে পারিনা, উড়ে যাবে।

(নীমচাঁদের প্রবেশ)

নীমচাঁদ। যে ঝড় উঠেছে খানিকক্ষণ পরে তুইও ঐ পাতের সঙ্গে উড়ে যাবি, এই বেলা দাও চক্রবর্ত্তী।

চক্রবর্ত্তী। (হালুয়া সকলের পাতে পাতে প্রদান) দাঁড়াও বাবা, হালুয়া খেয়ে ফেলনা লুচি আন্‌ছি (লুচি আনিতে প্রস্থান)

সকলে। ওহে হালুয়াটা একবার খেয়ে দে'খত যেন কি রকম কি রকম ঠেকছে।

বালক। (হালুয়া খাইয়া) ওরে বাবা কি বিশ্রী, বাবাগো আমার যে বমি হয় গো (ওয়াক্ ওয়াক্, বমিকরা)

নীমচাঁদ। অমন কর্‌ছিস্ কেন, চিটেগুড়ের তৈরি আর কিছুই নয় তুই একবার ঢেঁকুর উঠ্‌লেই সাফ্ হয়ে যাবে (অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সম্বোধন করিয়া) কি বলেন মশাই ?

১ম ব্রাহ্মণ। আর কি ব'লব বলুন একটু মুখে দিলেই যে অন্ন-প্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত উঠেযেতে চায়। এরকম না খাওয়ালেই কি নয় ? (চীৎকার করিয়া) লুচি আ'ন (ওয়াক্ ওয়াক্)।

(চক্রবর্ত্তীর লুচি আনিয়া প্রথমে দুখানা করিয়া লুচি ও কচুর তরকারি দেওয়া, সকলে হালুয়া ফেলিয়া কচুর তরকারি দিয়া লুচি খাওয়া)

নীম। আরে বাবা হালুয়া বটে, কচুর তরকারি খেয়ে মুখ চুলকানি তাও সারিয়ে দিলে ? বাবা চক্রবর্ত্তী! এ হালুয়া কি তোমার রচিত্ না আমদানী ?

সকলে। ওরে, মুখ চুল্‌কোয় যে তেঁতুল দাওনা ?

(ইতি মধ্যে খুব ঝড় উঠিয়া পাতা উড়িয়া যাওয়া)

নীম। ওরে ঝড় উঠেছে, পাতা উড়েগেল, খাব কিসে?

(চক্রবর্ত্তীর লুচিও রসগোল্লার রস লইয়া প্রবেশ)

চক্র। পাতা কোথায় সব দোবো কিসে?

নীম। দে বাবা হাতে হাতে, রসগোল্লা দিয়ে খা'ব।

(বেগে ঝড় বৃষ্টি চক্রবর্ত্তীর দুখানা লুচি নীমচাঁদের হাতে দিয়া প্রস্থান যে যেমনে পারিল পালাইল)

(হাঁসিতে হাঁসিতে চক্রবর্ত্তীর বারণ্ডায় প্রবেশ মদনচাঁদ ও স্বরূপের প্রবেশ)

মদন। আরে চকা যে বড় কাযের লোক। খুব কমে সেরে দিলে! বাপের শ্রাদ্ধ দেখ্ছি তাহ'লে খুব কমে হয় (হাঁসিয়া) আমার বাপ্ত আর বেঁচে নাই যে শ্রাদ্ধ কর'ব? না হ'লে চকাকে ভাঁড়ারি করে একবার কর্তুম্। বাবা মারাগিয়াছে আর শ্রাদ্ধ হবার যোটী নেই!

চক্র। না মশাই, বাপ্ মা মলেই শ্রাদ্ধ করতে হয় দেখ্ছেন্ না?

মদন। (ব্যঙ্গস্বরে) তাও'ত বটে, মরেগেলেইত শ্রাদ্ধ, তা হ'লে— আমার মর্তে কে বাকি আছে দেখি—(মিথ্যা ভাবনার ভান করিয়া) দুনীয়ায় আমার কেউ নেই, এখন নিজের শ্রাদ্ধটাই দেখ্ছি বাকি। তা হ'লে চক্রবর্ত্তী আমার শ্রাদ্ধের ভাঁড়ারি তুমিই রইলে।

স্বরূপ। থাক, বাজে কথায় আর কায নেই। চক্রবর্ত্তী লুচি রসগোল্লা যা আছে সব নিয়ে এস? ব্রাহ্মণেরা যে খেতে পেলেনা বড় দুঃখের বিষয়। আমার কোনও দোষ নাই সবই তাদের কপালের

-ভোষ, রসগোল্লা, রস, হালুয়া, তরকারি, লুচি, যথেষ্ঠ ছিল, ভগবান্ না দিলে কি করে খাবে বল।

চক্র। (লুচি ইত্যাদি দিয়া পাতা করা) মদনবাবু, স্বরূপবাবু আপনাদের হালুয়া একটু একটু দি ?

উভয়ে। (সমস্বরে) রক্ষে কর চক্রবর্ত্তীমশাই, দুটী পায়ে পড়ি হালুয়া খাইয়োনা বাবা! তোমার ও ব্রহ্মাস্ত্র বামুনদের উপর দিয়েই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নীমেটার কি খিদের জোর, ওয়াক্ ওয়াক্ করছে আর লুচি খাচ্চে, চক্রবর্ত্তী! এ দুর্য্যোগে তুমিও একসঙ্গে বসেপড় ?

(তিনজনে একত্র বসিয়া আহারাদির পর)

মদন। দেখ তবে এখন আমি আসি; এই রাত্রি ৮ বা ৮॥টা বেজেছে মাত্র।

স্বরূপ। নানা এ ঝড় বৃষ্টিতে যেতে পার্‌বেন না। আর আপনার কাছে পয়সা কড়ির উপদেশ অনেক পাওয়া যায়। একটু বসুন্ না, ঝড় বৃষ্টি থামুক। আমার ছেঁড়া Easy chairটায় শুয়ে পড়ুন্ না ?

মদন। এখন তবু কম্ আছে, ঝড়বৃষ্টি বেশী হতে পারে, যাই আর না; তুমি আমার কথা মত চোলো কখনও কষ্ট পাবে না। শরীর ত মহাশয় যা সওয়াবে তাই সবে। স্ত্রী পুত্র ঘরবাড়ি কিছুই নয় সংসার অনিত্য, সব বেশীদর পেলেই ছেড়ে দেবে, নিজের বাড়ি আজকাল মাড়ওয়াড়ুর কাছে লাখ টাকার কমে নয়। ছেলে কম পক্ষে ১০০০০, মেয়ে বেশী বয়সে দরে বিক্রী, স্ত্রীকে বিক্রি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, ১।২।৩ লাখ না না ১০ লাখ বল্লে কিহয় বলা যায় না? **Heigh ho :— Good night.**

স্বরূপ। (ঠারে ঠোয়ে ইঙ্গিত করিয়া) দেখুন মদনবাবু আমার ঠাকুরদাদার চল্‌তো, বুঝ্‌লেন ত? তাঁর আমলের একটা আছে, একটু টু টু খেয়ে নিন্ রাস্তায় ঠাণ্ডা বেজায় একটু একটু চুমুক দেওয়া যাক্ (উভয়ের তথাকরণ)

উভয়ে। (সমস্বরে) বেশলোক্ ছিলেন দেখ্‌ছি, বেশ জিনিষ (পুনশ্চ একটু একটু পান)

(মদনের রাস্তায় বাহির হওন স্বরূপের দরজা বন্ধ করন চক্রবর্ত্তীর চাবি তালা দেওয়া)

স্বরূপ। চক্রবর্ত্তী চোরের অভাব নেই, বেশ করে নেড়ে নেড়ে দেখেছ (চক্রবর্ত্তীর নেড়ে দেখা)

(উভয়ে বাটীর ভিতর গমন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভীষণ অন্ধকার দুর্য্যোগ বিদ্যুৎ ঘন ঘন।

মদন চাঁদের প্রবেশ, ও ধীরে ধীরে বিদ্যুতের আলোকে অগ্রসর হওন।

মদন। এ বিষম দুর্য্যোগে স্বরূপ চাঁদের কথাটা না শোনা অন্যায় হয়েছে। কি ভয়ানক অন্ধকার যেন কাল মিস্ যমদূতে গিল্‌তে আস্‌ছে আবার ঝড়ে যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যিস্ বিদ্যুতের আলো আছে, না হলে, কিছুই দেখতে পেতেম্‌না। তবুও ১৬।১৭ বার

হোঁচট্ খেয়েছি। না, এমনটা জানলে স্বরূপের বাড়ী থেকে বেরুতুমই না। (হঠাৎ চীৎকার) ওটা কিরে বাবা, ও বাবা ওটা কি ভূত! (আস্তে আস্তে) আচ্ছা যদি ভূতই হয়, তাহলে পালাবার ত যোই নেই, রাম রাম বল্লে নাকি ভূত পালায়, একবার সেই নামটা বলে দেখিনা, রাম! রাম!! রাম!!! ও বাবা ভূত, রাম! রাম!! রাম!!!—(বিদ্যুতের আলোকে ঠাওরাইয়া দেখিয়া) আরে ছ্যা বোধ হয় স্বরূপের বাড়ী বেশী খেয়ে আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে, পেট গরম হয়েছে, আমি যেমন পাগল গাছ্টাকে ভূত মনে করেছিলুম, আরে দূর্, ভূত কি আছে? এই দেখনা, (বুকে জোরে মুষ্টি মারিয়া) বুকে সাহস্ করে চলছি, তবে কি জান, রাম নামটা বলা ভাল। রাম! রাম!! (প্রতিধ্বনি রাঁম রাঁম) আরে কে কথা কয়, আমার পেছনে কেউ আস্ছে নাকি, (পেছন দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিদ্যুতের আলোয় দেখিয়া) কই, কেউত নয়। ছেলেবেলায় আমার এই রকম ভয় হত, আমার মা ছিলেন, আচ্ছা, আমার মা ত আমায় কত ভালবাস্তেন, কত আদর করতেন, কত গালে মুখে কপালে চুমো খেতেন, কত কি খেতে দিতেন, একদিন পেট কামড়েছিল কত তাপ সেক করলেন, যখন কিছুতেই থামলোনা, বাবাকে বল্লেন,ডাক্তার কবিরাজ ডেকে দিতে; বাবা রেগে উঠে বল্লেন "খারাপ জিনিষ হাব্চা গোব্চা খেয়েছে তাই পেট কামড়াচ্চে, এখনি সেরে যাবে ডাক্তার কবিরাজ ডাকতে হবেনা"। মা, ত কিছুতেই শুনলেন না, বাবা ভারি কৃপণ ছিলেন (নেপথ্যে "তুমি বড় কম") ও কি? ও কি? ও কে, কথা কয়? (চারিদিকে চাহিয়া কাতর স্বরে) দেখ তুমি যদি আমার বাবার প্রেতাত্মা হও, রাগ ক'রনা, আমি তোমারই ছেলে একটু বেশী কৃপণ হ'বই, তোমার সুখ্যাতিই কচ্চি, সত্যিই আমি নিন্দে করিনি, মাকে কত গালিদিলেন, মার হাতে ১গাছা রূপার লোহাছিল, মা কেঁদে কেঁদে বাবার হাতে সে গাছাটাকে দিয়ে কাতরে বল্লেন "এইটা রূপোর, এর যা দাম

হবে তা দিয়ে ডাক্তার ডেকে আমার বাছাকে বাঁচাও।” এমন মা আমার! তাঁর কি আর দেখা পাবো? তাঁর কোলে কি মাথা দিয়ে সুখে নির্ভয়ে ঘুমিয়ে বাঁচ্‌বো? আচ্ছা, আমার একদিন একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। সুশীলাকে বল্লুম আমার কিছুই নেই, আমার বাড়ী নেই, ঘর নেই, এই ভাড়া ঘরে থাকি, আর এই শালপাতায় খাই, বনে গিয়ে কাঠ কুড়িয়ে আনি তা বেচে আট আনা দশ আনা যা রোজগার করি, তাইতেই কোন রকমে চলে। সুশীলা বল্লে “আমিও তোমার সঙ্গে বনে যাব। কাঠ কুড়িয়ে আনব্‌, দুজনের কাঠ বেচলে বেশী পয়সা হবে, তাহ’লে আমাদের নিজের বাড়ী হবে, থালা ঘটি হবে” আহা অভাগিনী জান্‌তো না যে আমার টাকা মোহর হীরা পান্নায় ১০।১২ লাখ টাকা তখনও মজুদ, বাড়ীখানি আমার নিজের, কত লোক্‌কে ৵০ ও ৴০ সুদে Compound Interestএ টাকা ধার দিয়ে রেখেছি। আহা অভাগিনী আমার স্ত্রী হয়ে কত কষ্টই পেলে, একদিনও একটা ভাল কথা বলিনি, গহনার কথা চুলোয় যাক্‌ একখানা ভাল কাপড়ও কখন দিই নাই। তবুও সদাই হাঁসি-মুখ। আমার ছেলে হ’ল যেন রাজপুত্র, হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ। সুশীলা আমায় বল্লে “গরুর দুধ বন্দোবস্ত করে দাও খোকা খাবে” একপোয়া করে দুধ বন্দোবস্ত করে দিলুম—হতভাগা ছেলেটা অত দামের দুধ দুই এক ঢোঁকেই গিলে ফেলে। সুশীলা কেঁদে বল্লে “ওগো খোকার যে একপোয়া দুধে কিছুই হয় না” আমি বল্লুম একপো’র বেশী আর হবে না, বাকি তোমার মাই খেয়ে থাক্‌বে— আহা! সে কেঁদে বল্লে “আমার মায়ে যে দুধ নেই”—বলি, দুধ থাকবে কি করে, আধপেটা খেয়ে কি দুধ থাকে! ছেলে যখন ৭ বৎসরের তখন তার গড়ন কি! যেন একটা বীর বালক, পেটের জ্বালায় আমার খাবার চুরি করত, না হয় ২।১ পয়সা চুরি করে খাবার কিনে খেত। একদিন দেখি পকেটে একটা আদুলী নেই, সুশীলাকে জিজ্ঞেস্‌ করলুম আদুলী

কে নিলে, বিমল তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল "বাবা, মা আজ তোমার পকেট থেকে আধুলী নিয়ে, তোমার আর আমার জন্যে কি রকম খাবার তৈরী করেছে, দেখ।" দেখি, সুশীলা আমার জন্যে আর খোকার জন্য অনেক রকম খাবার করে রেখেছে। আমি রাগি পুরুষ কিনা? দেখেই রাগে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌তে লা'গল, মনে হল সকলকে মেরে ফেলে, নিজেও আত্মহত্যা করি। আ—আ—ট—ট আনা পয়সা অপব্যয়, ওরে বাবা যাই কোথা; পায়ে করে সব ঠেলে ফেলে দিলুম, কাপুরুষের মত স্ত্রী পুত্রকে মারলুম, ঘরের ভিতর গিয়ে দরজা দিয়ে শুয়ে পড়লুম, সমস্ত বৈকাল আর রাত্রি দরজা খুললুম না। সকালে দরজা খুলে কালা ঝিকে খুঁজলুম—পেলেম না। স্ত্রী পুত্রের খোঁজ করলুম পেলেম্ না—ওরে বাবা সব যেন ভোজবাজীর মত উড়ে গিয়েছে। একবার মনে হল আমার সব বুঝি চুরি করে পালিয়েছে—তাত নয়—দুই একখানা পুরাতন কাপড় আর খোকার জামাগুল ছাড়া আর সব ঠিক আছে। আর কোনওত খবর পেলুম না, পয়সা খরচ হবে বলে নিজেও খপর নেবার চেষ্টা করলুম না। মাস দুই হল এখানে একটা সেকরা ছোঁড়াকে দেখে মনে হল খোকা থাক্‌লে এত বড় আর এই রকমই হত। ছোঁড়াটা আমার দিকে চেয়ে ঘৃণা-সূচক হাস্যকরে চলে গেল। (কাতরভাবে) আহা বিমল আমার থাকলে কি ভাবনা ছিল—পিতাপুত্রে বেশ থাক্‌তুম—সুশীলাও বেঁচে যেত। সে অভাগিনী বোধ হয় না খেতে পেয়ে মারা গিয়াছে। আচ্ছা মানুষত চিরকাল বাঁচে না—মনে হলে পা সিউরে উঠে আমি যদি মরি তা হলে আমার বাড়ী, ধন দৌলত, এসব কে নেবে—বিমল'ত আর নাই—উঃ আমি কি পাষণ্ড!

(নেপথ্যে—তা আবার একবার বল্‌তে—তুমি মহা পাষণ্ড!)

মদন। (সচকিতে চীৎকার করিয়া) কে? কেও? না নিশ্চয়ই কেউ আমার পেছু নিয়েছে, দেখ্‌তেই হবে? (স্বগতঃ) আমার ভয়

হচ্ছে কেন? আমার হৃদয় এত নরম হচ্চে কেন? আমার মস্তিষ্ক বোধ হয় খারাপ হয়েছে না হলে পূর্ব্বেকার কথা সব মনে আসছে কেন? (বিকৃত স্বরে) সেদিন ডিগ্রিজারিতে ঘোষেদের সব বেচিয়ে পাওনা টাকা উসুল করলুম, কই তখন তাদের মর্ম্মভেদি আর্ত্তনাদে একটুও দয়া কি দুঃখ কিছুই হ'লনা—আর আজ এ কি রকম?

অপরিচিত।—(অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া) তোমার হৃদয়ে কি দয়া আছে? তোমার পাষাণ হৃদয়ে একটা ছুরিকাঘাত করে দেখতে হবে, ওটা মাংসপিণ্ড, না হৃদয়, না যথার্থই পাষাণ? যদি পাষাণ হয় তাহ'লে আমার ছোরা বসবে না, যদি হৃদয় হয় তাহ'লে সময় দিচ্ছি স্ত্রী পুত্র স্মরণ কর, সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্‌কে ডাক, যেন পরজন্মে সর্ব্বশোষক কৃপণ কুসীদজিবী হয়ে না জন্মাও, আর হৃদয় যদি তোমার শুধুই মাংসপিণ্ড হয় তাহ'লে এই মর (বক্ষে ছোরা মারিয়া জোরে টানিয়া লইয়া পুনশ্চ মারিবার উদ্যোগ।)

মদন। (দৌড়িতে দৌড়িতে কাতরস্বরে) আর মেরনা আর মেরনা কে কোথায় আছ রক্ষাকর আশ্রয় দাও—মেরেফেল্লে বাপরে বিমলরে বিমল, বিমল, জল দাও! যাই! যাই! (অন্ধকারে দৌড়ান)

অপরি। কেন! এখন মনে হয় না, অনন্ত ঘোষকে পথে বসিয়েছ, তার স্ত্রী পুত্র সব না খেতে পেয়ে মরেছে, আমি কেবল প্রতিশোধ নেবার জন্য বেঁচে আছি। ভগবান পাদপদ্মে আমায় স্থান দিও আমার কায শেষ হয়েছে—(চারিদিক দেখিয়া) পাপাত্মা এখনও যে দৌড়'চ্ছে?

মদন।—(দূরে একটী বাড়ির আলোক লক্ষ্য করিয়া) বিমল বিমল ওগো কে কোথায় আছ? জল দাও?—(বিস্ফারিত নয়নে) ও কে তুমি সুশীলা? এই আমি তোমার কাছে যাচ্ছি—তোমার চোক অত জ্ব'লছে কেন? তুমি আমার উপর রাগ করেছ! ওগো পেছনে কে

আসে? সুশীলা, সুশীলা, আমায় রক্ষা কর আমি যে মরি? তুমি কে অনন্ত: তোমার টাকা সব ফেরত দিব? আমি মরি, মাপ কর।

অপরি।—মর! যেমন আমার সব মরেছে, তুমি নির্দ্দয় হয়ে মেরেছ, তুমিও মর?

মদন।—(যে ঘরে আলো জ্বলিতেছিল তাহার দরজায় আঘাত করণ ও পতন) (ক্ষীণ কণ্ঠে) একটু জল জল দাও সুশী—লা—লা—বি—ম—ল—

বিমল। (ঘরের ভিতর হইতে) এত রাত্রে কে দরজা ঠেল হে? (দরজা খুলিয়া আলোক হস্তে প্রবেশ ও মদন চাঁদকে পতিত দেখিয়া) আরে, বাবাজী? এ বুড়ো বয়সে সকৃত তোমার কম নয়? এ—এ দুর্যোগে রাত দশটার সময় একি রকম বাবা? তাইত এযে সটান পড়েছে কথা কয়না দেখছি? এখনত ঘরের ভিতর নিয়ে যাই, যে ঝড় বৃষ্টি! (ভিতরে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা।)

মদন।—(ক্ষীণস্বরে) একটু জল দা—ও ডাকা—তে মেরেছে—(বিমলের অল্প অল্প মুখে জল দান) আ—আ—মা—ই—সু—শী—লা—বি—ম—ল (মৃত্যু।)

বিমল। তাইত একি হয়ে গেল নাকি? ওঃ এই যে বুকে ছোরা মেরেছে রক্তে ভেসে যাচ্ছে, ডাকাতে মেরেছে বল্লে? (আস্তে আস্তে মদন চাঁদকে ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া ও দরজা বন্ধ করণ।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ঘরের মধ্যে আলোক। বাহিরে ঘোর অন্ধকার, ঝড় ও বৃষ্টি।

বিমান। এইত লোকটাকে ঘরের ভিতর আন্‌লাম। কিন্তু এ'ত মরেছে, একে মার্‌লে কে? কত লোকের সর্ব্বনাশ করেছে, তাদের মধ্যে কেউ মেরেছে। এ আমার ছেলে বেলার নাম, আমার মার নাম, জান্‌লে কি করে? কে জানে। আহা! বেচারার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন কত চেনা, আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। একটা কথা, কিন্তু দশজনে যদি দেখে যে আমার ঘরে এ লোকটা মরেছে, তাহ'লে মনে করবে আমি অর্থলোভে এই লোকটাকে নিজে মেরেছি, তাহ'লেত দেখছি বড়ই সর্ব্বনাশ, আর আমি গরিব, সেক্‌রার কায করি, তা'র উপর আবার সাদাধাতু আবিষ্কার করে, রুপোর দরে বিক্রয় করে, বড় মানুষ হবার চেষ্টায় আছি, কত টাকা সেইজন্যে অযথা অপব্যয় করেছি, এই সব তর্ক বিতর্ক করে—আমিই টাকার লোভে একে মেরেছি, এই কথাটা সকলে মিলে সাব্যস্ত করে দিলেই, হত্যাপরাধে ফাঁসিটা আমার আর বাকি থাক্‌বে না। এখন কি করি। (ভাবিয়া) বড় ভাল হয়েছে, কেউ দেখে নাই, আমার স্ত্রী পুত্রেরাও এখানে নাই, কেউ কিছু এখনও জান্‌তে পারেনি। (কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া) হাতে পয়সা নেই দেখি এর পকেটে কিছু আছে কি না? (মৃতের জামার পকেট দেখিয়া) বাবা বেটা কি ফকেরেট? তিন্ তিন্‌টে পকেটে মোটে সারে আট গণ্ডা পয়সা? এটা কি নেকড়া জড়ান, একতাড়া চাবি না? এই বড় দুটা বোধ হয় সদর দরজার, চাবি বাকি সব সিন্দুক পেটরার। একটা মতলব খেলা যাক্। ৩০।৩২ বৎসরত দুঃখে দুঃখে কেটে গেল, যদি ভগবান

হাতে তুলে দিলেন, তবে ছাড়ি কেন। এ দুর্যোগে এ রাত্রে কেউ চৌকাটের বার হয় নাই, রাস্তায় ত জন মানুষ নাই, হত্যাকারি সেত পালিয়েছিই, তা'হলে যদি আমি উঠানে একটা গর্ত্ত করে একে পুঁতে ফেলে চাবিগুলো নিয়ে এর বাড়ি গিয়ে এ লোকটার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে আসি তাহলেই বা কি হয়, কেউত আর জান্‌তে পারবে না, আর লাসের ত অনুসন্ধানই হবেনা। (প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাত্রিকাল অবিশ্রান্ত ঝড় বৃষ্টি। সদর রাস্তা—মদন চাঁদের বাটীর সম্মুখ। লণ্ঠণ জালিয়া বহির্বাটীর দ্বার খুলিয়া বিমানের বাটীর ভিতর গমন।

বিমান। এইত সদর দরজা, চাবি দিয়ে খুলে কৃপণের বাটীতে প্রবেশ করিলাম। কি ভয়ানক দুর্য্যোগ, এই দুর্যোগেই—কিন্তু আমার সুযোগ। (আলো বাড়িয়ে দিয়ে) এখন যার জন্যে আসা তা খোঁজকরা যাক্। এটাত সদর বাড়ি, এখানেত কিছুই নেই। (ইতস্ততঃ দেখিয়া) এই ছেঁড়াকাগজ, ছেঁড়াবই, ভাঙ্গা আলমারি ভাঙ্গা তক্তাপোষ, বাস্, যেন ইন্দির ভবন। মদন বাবু মনে কর্‌তেন, এসব আসবাব দেখে চোর ম'শাই আর মাথা গলাবেন না। (চাবি দেখিয়া) যদি তাই হয় বাবা! তবে এতগুলো ছোট বড় চাবি কেন? (অগ্রসর হইয়া) এটা দেখছি বৈঠকখানা ঘর, বড় ঝুল্‌পড়া, বোধ হয় সাত জন্ম সাফ হয় নি। এখানে বোধ হয় কাহারও আগমন হত না। (অপর একটা ঘর দেখিয়া) এ ঘরখানা বেশ-পরিষ্কার, কিন্তু বন্ধ কেন?

(চারিদিক্ দেখিয়া) আলমারি, সিন্দুক, সব কোথায়? এই ঘরটায় বিছানা পাতা রয়েছে, বোধ হয় এখানে বাবু শয়ন কর্‌তেন? এই যে আলমারি, লাগাও চাবি, (চাবি লাগাইতে লাগাইতে) এটা লাগেনা, এটা—টা—না—না—হুর্‌রে এটা লেগেছে লেগেছে, খুলেছে ওরে বাবা এ যে "পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ"—পাহাড়ের মত সোনার গহনা—ঘড়ি—চেন—হীরার আংটী, সোনার বালা, সোনার মল, সোনার তাবিজ, জসম,মাকড়ি,—ই—ক'তরে ক'ত—ওরে হাঃ হাঃ হাঃ— তারপর এ গা আলমারিটাতে একটা চাবি লাগাতে হবে (চাবি দিয়া খুলিয়া) খুলেছে ! খুলেছে !! বাহাবা। বাহাবা !! (নৃত্য করিতে করিতে) তুম তানা না না না না দে দেনা দে দেনা তাতিয়া তাতিয়া, ওহো হো হো হুম না—ওরে বাবা কত মোহরের তোড়ারে বাবা— বেটা বারিষ্টার, না এটর্ণীরে বাবা, বাবাই এস, আর যেই এস, মোহর রাখ, তবে কথা কও (গুনিতে গুনিতে) ১ তোড়া ২ তোড়া ৩।৪।৫।৬ সবশুদ্ধ ১১তোড়া (১ তোড়া মোহর গুনিয়া) তোড়ায় হাজার মোহর ১১ তোড়ায় ১১ হাজার মোহর তবে মোট তিন লাখ ৮ হাজার টাকা, ওরে বাবা !—এখানে আবার টিনের বাক্সর ভিতর কি বাবা, (ছোট ছোট থলি খুলিতে খুলিতে) না চেঁচিয়ে থাকৃতে পাচ্ছিনা, ডাকছেড়ে হাঁস্‌তে ইচ্ছে কচ্ছে, হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ !!! ওগো এযে শুধু হীরে গো, চুনি গো, এযে শুধু মণি গো, এযে শুধু পান্না গো (নাচিতে নাচিতে বিভোর হইয়া) বাবা আর পারিনা বসলুম বাবা—

(সহসা আলোকছটা—দেবীর আবির্ভাব)

(নেপথ্যে গীত।)

ছুঁয়োনা এসবে, হারাবে জীবন।
কঠিন হৃদয়ে, মর্ম্ম বিদারিয়ে

যাতনার শেষ, অসীম ভুগিয়ে
বিন্দু বিন্দু পাতে, রুধির পতন॥
(এ) সবই তারি দাগ, হওরে বিরাগ,
বৃথা জ্বালা মনে, স'য়োনা কখন,
মাতৃ হৃদে ব্যথা, দি'ওনা সুজন॥

বিমল—(বিস্ময়ে) মাগো কে মা তুমি? আমার কি হ'ল মা, আমি পরের ধন চুরি করে নো'বনা, (কাতরে) কিন্তু মা বড় গরীব আমি, তাই লোভ হ'ল। (মোহরের থলিগুলি দেখাইয়া) এগুলো ভিক্ষা চাচ্ছি মা, আমায় দাওনা মা, আমি খেতে পাইনা যে মা—বড় গরীব, উহু বড় গরীব!

(নেপথ্যে গীত।)

পিতৃদত্ত ধন তুমি লও তবে। প্রতিপদে প্রাণ যাতনায় যাবে॥
(তাই) জননী তোমার, ত্যজিয়ে সংসার,
দিবিধামে গেছে, তেয়াগি স্বামী।
মূঢ় পিতা তব, যাতনা ভুগিয়ে
(এখন) সন্তাপেরি ভার ভবোপরি দিয়ে
বিধির বিধানে, পতিপ্রাণা ধনে
বহুদিন পরে পাইবে॥

বিমল—মা, তবে বেশি কষ্টে যা বেচতে হবে তা তুমি নিতে বারণ ক'চ্ছ? তবে ও গুলো যেখানে ছিল, সেই খানেই থাকুক। আমি এই মোহরের তোড়াগুলি নিলাম। যেখানকার জিনিষ সেখানে রেখে দরজা বন্ধকরি মা! দেবী আপনি একলা এখানে এখন কেমন করে থাক্‌বেন, আমার বাড়ি চলুন না, মা আমি খু—ব যত্ন কর্‌ব। (দেবীর

অবরুদ্ধ ঘরের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সহসা অপসৃত হওন)
দেবী—কোথায় গেলেন ? এই ঘরখানা না দেখিয়ে দিলেন ? যাই খুলি
(ঘর খুলিয়া প্রবেশ),(দেওয়ালে ছবি তিন্‌খানা দেখিয়া) এখানি দেখ্‌ছি
আমার মার ছবি (জানু নত করিয়া) মাগো, তুমি কোথায় আছ মা ?
আমায় এ সংসারে রেখে গিয়েছ—কেবল অশান্তি, কেবল দুঃখ, দারিদ্র,
অসত্যের সংসার, নিজে কিন্তু মা স্বর্গে পালিয়েছ ; মা জননী, একবার
একটা কথা কও মা। এই যে তোমার পাশে আমার বাল্যকালের ছবি।
এই রকম তোমার কোলেই—ছিলাম মা। এঁ্যা তবে এ বাড়ি কা'র ?
আমার মা এখানে আমি এখানে (তৃতীয় ছবি খানি দেখিয়া) আমারই
মতন চেহারা এ লোকটা কে ? তবে কি আমার বাপের বাড়ি, এ
কৃপণ কি আমার বাপ ? তাহ'লে দেবী যা বলেছেন তাই আমার
হবে ? পিতার পাপের ভার আমার স্কন্ধে চাপ্‌লো—"প্রতিপদে প্রাণ
যাতনায় যাবে" (গাইতে গাইতে পরিক্রমণ)।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সময়—প্রাতঃকাল।

(বিমানের বাটী। সদর দরজা বন্ধ। বিমানের স্ত্রী বিধুমুখী ও নাবালক পুত্রদ্বয়ের গাড়ী হইতে অবতরণ। দরজা বন্ধ দেখিয়া দ্বারে আঘাত ও কড়া নাড়ন।)

বিধু। তাই'ত এত বেলা হ'ল, দরজা এখন খোলা হয় নাই। উনি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন? না, কোনও অসুখ হয়েছে? দুইদিন বাড়িতে ছিলাম না, না জানি কি হয়েছে। আবার কাল যে দুর্য্যোগ গিয়েছে, রাস্তার ধারের গাছত' সব শুয়ে পড়েছে দেখলাম। আবার ওঁর যে বাতিক, রূপো তৈরী কচ্ছেন, কতকগুলো দস্তা, রাঙ আরও কত কি কে জানে, তাই নিয়ে দিন রাত্রিই গালাচ্ছেন, তার আর বিরাম নাই, যেন রূপো না হয়ে রূপোর ও নিস্তার নেই, আর ওঁর ও নিস্তার নেই। সবই ভগবানের হাত। আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ মরবার সময় আমায় মাথার দিব্যি দিয়ে বলে গেছেন "মা বিধুমণি তোমাদের দুজনকে ছেড়ে আমার স্বর্গেও থাকতে ইচ্ছা করে না, বিমল আমার অতুল ধনের অধিকারী, কিন্তু সে কিছুই জানে না, এক দিনের তরেও সুখ পেলে না, বাপের আদর কি রকম তাও জান্‌লেনা। আমি চল্লুম আমার সময় হয়েছে, তুমি মা রইলে, আমার বিমানকে দে'খ, তার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হয়ে, আদর যত্ন কোরো। পিতৃদত্ত

একটি দোষ ও পেয়েছে, আমার মনে হয় রাতারাতী কিসে বড় মানুষ হবে তাই ওর চেষ্টা। মা তুমি গিন্নি হ'য়ে ওসব ওর ভুলিয়ে দিও"। আমার শাশুড়ীর কথা দেখ্ছি সবই সত্যি, ঐ এক রূপো নিয়ে পড়েছেন, একেবারে ১০০ মণ ৫০০ মণ রূপো করে উনি বড় মানুষ হবেন। (ভাবিতে ভাবিতে) আমার শ্বশুর কে? কখন'ত কই নামও শুনিনি, মা কিন্তু মিছে কথা বলবার লোক ছিলেন না, অতুল বিষয়ের অধিকারী এ বড় কম কথা নয়, আমার শ্বশুর যদি এত বড় মানুষ, তবে ঠাকরুণ এত গরীব ছিলেন কেন? কে জানে?

শ্যামল। মা তুই কি ভাবছিস? পাকা আম ভাব্ছিস? আমাদের বোম্বাই গাছের আম বড় মিষ্টি, না মা?

বিধু। নারে বোকাছেলে, আমি আমও ভাবিনি, জামও ভাবিনি। ভাবছি, এত বেলা হল, সদর দরজা খোলা হ'ল না কেন? তোরা দুজনে বাড়ীর পেছনদিক থেকে খুব জোরে ওঁকে ডাক দেখি, ঘুম ভেঙ্গে যাবে এখন। বাড়ীতে আর'ত কেউ নেই যে উত্তর দেবে?

(শ্যামল ও কমলের তদ্রূপ করণ ক্ষণপরে দ্রুত আসিয়া)

শ্যামল। মা—মা, বাবা উত্তর দিয়েছেন, এখুনি দোর খুলে দিবেন।

(দ্বারমুক্ত করিয়া বিমানের বাহিরে আগমন)

বিধু। আঃ বাঁচলুম—আমি ভাবছিলুম যে তুমি বুঝি কোথাও কাল রাত্তিরে এই নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলে তারপর ঝড় বৃষ্টির জন্য সেখান থেকে আস্তে পারনি। বলি ব্যাপার খানা কি? ভেতরে আর কেউ আছে নাকি? সমস্ত রাত্তির না জাগলে এত ঘুম হয় না।

বিমান। (মৃদুহাস্যে) তোমার সে ভাবনা নেই, ভেতরে কেউ নেই। বলি আমার জন্য কিছু এনেছ নাকি? ও পুঁটলিতে কি বাঁধা? খিদেয় নাড়ি চুঁই চুঁই কচ্ছে দাওনা খাই (পুঁটলী লইয়া কাড়াকাড়ি)

বিধু। বলি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর রসিকতা কত্তে হবে না, চল বাড়ির ভিতর যাই—শ্যামল কমল বাড়ির ভিতর চল্ (সকলের বাটীর ভিতর গমন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাটীর ভিতর বিমল ও বিধুমুখীর প্রবেশ।

বিধু। (স্বগতঃ) বাটীর ভিতর এ সব কি? এখানে সাবল, ওখানে কুড়ুল, ওখানে কোদাল, এখানে সেখানে হেঁচড়ানর দাগ? এসবত কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা; রাত্রে কিছু কাণ্ডকারখানা হয়ে থাক্‌বে, না হলে যে মানুষ ভোর পাঁচটার সময় উঠে, নিজের কায কত্তে বসে, আজকে ৯টা ১০টা বাজতে যায় তবুও বিছানা ছেড়ে উঠতে চায় না? আমি কিছু বুঝ্‌তে পারল্লুম না, আর উনিও নিজে বল্‌বেন না। (প্রকাশ্যে) হাঁগা কোদাল কুড়ুল সাবল এখানে ওখানে ছড়াছড়ি কেন গা? রাত্তিরে কি কোথাও মাটী কাটার কায গিয়াছিলে?

বিমল। (সহাস্যে) না রে পাগ্‌লী, না (চুম্বন করিয়া) বড় ঝড় বড় বৃষ্টি, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, with heavy showers of rain, দরজা জানালা সব উড্ডিয়মান, এ খড়খড়ি জোরে খুলিল, তাকে সামলাইতে গেলাম, অন্যধারে আর একটী খড়খড়ি খুলিয়া গেল।—চারিদিকে গোল-মাল, (চুম্বন করিয়া) conglomeration of hideous confusion (উত্তেজিত ভাবে লাফাইয়া) শেষে কি করি, কুড়ুল, কোদাল, সাবল, কাস্তে, পেঁটরা, দেরাজ, সিন্দুক, আলমারি, তক্তাপোষ, গাল্‌চে, দুল্‌চে,

বালিস, লেপ, কাঁথা, শাল, র‍্যাপার, কোট, কাপড় ইত্যাদি etcetera, যা যা যেখানে ছিল, সব চাপিয়ে দিয়ে খড়খড়ি, জানালা, দরজা, বন্ধ করি, শেষ যখন তাতেও সান্‌লোনা, তখন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কি করি, নিজে একবার এধারে শুয়ে পড়ি, আবার একবার ওধারে শুয়ে পড়ি, and (পুনশ্চ চুম্বন করিয়া) like a battering ram এধার ওধার খালি গড়িয়ে গড়িয়ে ধাক্কা দিতেই থাক্‌লুম, (অঙ্গভঙ্গির সহিত দেখান) তারপর কি জান, my dear, দশমণ রূপোর পাক চড়িয়েছি গন্‌গনে আগুন, যেন অগ্নিবৃষ্টি, শ্বাসরোধ হয়ে যাবার যোগাড় হয় হয় হ'ল ; তখন মনে হ'ল, Similia Similibus, যেইসা কি তেইসা, (চুম্বন করিয়া) রাত্তির তখন একটা, কিজান—নিশা নিশিথিনী, রাত্রি ত্রিযামা, ক্ষণদা, ক্ষপা,—অমনি ধাঁ ধাঁ করে বালিশ, সিন্দুক, পেটরা, দেরাজ, তোরঙ্গ, আলমারি, বিছানা, কোদা............

বিধু। (হাঁসিতে হাঁসিতে) হয়েছে গা, হয়েছে,—বুঝ্‌তে পেরেছি এই যেন, আবার সরালে—যথাস্থানে গুচিয়ে রাখ্‌লে—আর তোমার এই কত্তে কত্তে রাতটী পুইয়ে গেল—এই না, কত ছলাই শিখেছ ?— ইংরিজি, বাংলা, নাগরী, ফারসী কত ভাষাতেই বক্তৃতা হয়ে গেল— (দুটী হাত ধরিয়া) ৯।১০ মণ রূপো গালিয়ে কষ্ট না করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই রকম করে বক্তৃতা ক'ল্লেও যে লোকের ভিড় হত, কত পয়সা রোজ-গার হত ? বুঝলেন ?—তা—যাহ'ক, আমি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি যে আমার শ্বাশুড়ীর নাড়ী ছেড়া ধনের বুদ্ধি শুদ্ধি একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি বাড়ীতে কাল হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে ছিলেন। এখন শ্রীমুখটী ধুয়ে এসে,ছেলেদের নিয়ে খেতে বস,আমি পুঁটুলী খুলছি।

বিমান। (যাইতে যাইতে স্বগতঃ) তবু ভাল আমার বক্তৃতায় ফল ধরেছে। আমি মনে করেছিলাম বুঝি এ যাত্রা পরিত্রাণ পেলেম না।

যাহ'ক আপাততঃ রঙ্গে পরে যাহ'ক দেখা যাবে, (প্রকাশ্যে) যা বলেছ, এখন মুখ ধুয়ে আসাই কাযের কথা।।

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিকালবেলা— Commercial buildings, Exchange.

বিমান। এইত ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম, কৈ ? কোন খবরত নেই। মানুষটা যে খুন হল, বা কোথাও উপে গেল, কেউ একবার খোঁজও কল্লে না। এইত তোমার জগৎ, এইত স্বার্থপর সংসার,—কেউ রসো- গোল্লার খোঁসা ছাড়িয়ে খাচ্চেন—সন্দেশ চিবিয়ে ছিব্ড়ে ফেলে দিচ্ছেন, আর কেউ একবেলা পেট ভরে দুটো ভাত খেতে পাচ্ছেনা— একেই বলে বিধির লিখন ; সুঅদৃষ্ট আর কুঅদৃষ্ট। দু'দিন ধরে খবর নিয়ে বেড়াচ্ছি, যদি কেউ কৃপণ মদন চাঁদের বিষয় বলাবলি করে,— কোথায় গেল, তার বাটীর সদর দরজা দুদিন ধরে একবারও খোলা হচ্ছে না কেন ? তা কোনও উচ্চবাচ্য নেই, যেন মদন চাঁদ বাবু বেঁচে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে লেন দেন চল্‌ছে না হয় যেন মদন চাঁদ বলে কেউ একজন লোক ছিলই না। যাক্, ওসব কথা ছেড়ে দাও, এখন একটা কথা আমার মনে বড়ই ধাঁধাঁ লাগাচ্ছে। আমি খুব ঠাউরে ঠাউরে দেখেছি মদন চাঁদের যুবা বয়সের ছবির সঙ্গে আমার চেহারার বড় মিল। তবে কি মদন চাঁদ আমার কেউ ছিল—মা দেবী যা বল্লেন "পিতৃদত্ত ধন" মদন চাঁদ আমার পিতা ! বিধির লিপি অখণ্ডনীয়, বাপ হলেও হতে পারে। বড় কৃপণ ছিলেন, মাকে টাকাকড়ি দিতেন না, উপরন্তু তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—আর এসব ভাব্‌বনা। (দূরে একজনকে

আসিতে দেখিয়া) এই যে এ লোকটা ব্যবসাদার, একে একবার জিজ্ঞাসা করি না কেন? (প্রকাশ্যে) বলি ও মশাই শুন্‌তে পাচ্ছেন, মদন চাঁদ বাবুকে দুদিন ধরে বাজারে দেখতে পাই না কেন? কিছু খবর জানেন?

ব্যবসাদার। (সাম্‌নে আসিয়া) আরে ছোকরা, তুমি ত আচ্ছা লোক? মদন চাঁদ আবার বাবু—ঘরে খাবার সময়, কোথায় হরিনাম কর্ব্বে, দুর্গা,দুর্গা, বল্‌বে—না সেই কৃপণটার নাম? হাঁড়িটা আজ ফাট্‌বেই ফাট্‌বে,—খাওয়া দাওয়াটা—ঐ জলযোগ করেই সার্‌তেই হবে। কি পাগল ছোক্‌রা—তুমি—তুমি কি এই সহরে প্রথম এসেছ? বলি তোমার চেহারা দেখে বোধ হয় যেন একটি Dick's Edition এর মদন চাঁদ। মদন চাঁদ বেটা কি তোমার আপনার কেউ (বিমলের মুখের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া)—বলি মদনচাঁদ বাবু কি তোমার পিতা, এই ধর না খুল্লতাত—জ্যেষ্ঠতাত,কি জান,বড় লোকের একটু দোষ প্রায়ই থাকে—তাই বোধ হয়, তিনি মদখোর বেশ্যাসক্ত না হয়ে একটু চসমখোর—তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন আর বল্‌বেন যে তাঁর টাকা,—পাই পয়সা আমি শিগ্যিরই শোধ করব—তিনি ভাল আছেন ত—তা, তা, আমার বড় কায, তাই আপনার সঙ্গে দুদণ্ড মিষ্টালাপ করিতে পারলুম না,—আহা মদন চাঁদ বাবু কি সজ্জন, আমার অনেক উপকার করেন, আরও অনেকের,—তা প্রণাম হই, আমি এখন আসি। (প্রস্থান)

বিমল। তাই'ত মদন চাঁদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়! কি সুনামই রটিয়ে গিয়েছেন! যদি তুমি আমার বাবাই হও, তা হলে, বাবা, তোমার সুনামের চোটে চতুর্দ্দশ পিতৃপুরুষ সবই উদ্ধার হয়ে যায়, আর একটীও বোধ হয় থাকেনা। কিন্তু টাকা ধার নিয়ে, উপকার পেয়ে, লোকগুলো যে এত নিন্দে, এত গালিগালাজ, করে এই বা কি রকম। নিজেরা একটী পয়সাও জমাতে পার্‌বে না,পরে না খেয়ে না দেয়ে পয়সা জমালেই,

সে ব্যাটা কৃপণ, পাষণ্ড,চসমখোর, মুখ দেখলে হাঁড়ি ফাটে, সে দিন ভাল যায় না। কেন বাবা, তোমাদের যদি এতই বিপদ জান, তবে মুখ খানি দেখ কেন? বলি, না দেখলে যে থাক্‌বার যো নেই, রসদ যে চাই—কারবার কর টাকা চাই, মদ খাও টাকা চাই, বেশ্যাবাড়ী যাও, টাকা চাইই চাই। বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ,ছেলে মেয়ের বিবাহ,নিদেন নিজের শ্রাদ্ধ, এসব কর্‌তে গেলেই টাকা খরচ, তখন সেই কৃপণ, সেই সুদখোর বেটা, অধমতারণ, মা বাপ।

(দ্রুতবেগে একজন দারোগার সহিত চৌকিদারের প্রবেশ)

বিমান। কিহে চৌকিদার সাহেব? এত ছোটাছুটী করে কোথায় যাওয়া হোচ্চে? একটু দাড়াওনা, ব্যাপারটা কি শুনি।

চৌকি। আরে মশাই,—এ সহরে একটা আজব কাণ্ড হয়েছে, Commissioner সাহেবের কড়া হুকুম দারোগাকে ডেকে নিয়ে মদন চাঁদ বাবুর বাটীর সদর দরজা ভেঙ্গে দেখতে হবে যে মদন বাবু কোথায় গেলেন, বিছানায় মরে আছেন, না রাস্তায় মরেছেন—সন্ধান করা গেল স্বরূপ বাবুর বাটী হতে নিমন্ত্রণ খেয়ে পরশু ঝড়ের সময় বাড়ী ফির্‌ছিলেন, তারপর থেকে আর সন্ধান নাই,—কেউ বল্‌চে ডাকাতে মেরেছে, কেউ বল্‌চে পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে, আবার কেউ বলে ঝড় হওয়ার চোটে তিনি উড়ে অন্যদেশে গিয়াছেন, বাবা আমরা পুলিসের লোক আমাদের কাছে ডাকাত আর পরী,—জাননা ত যাদু! (হাতকড়ি ঘুরাইয়া) দেখেছি কি,—হাতকড়িটী লাগিয়ে দিয়েছি, আর যাবে কোথা বাছাধন! ঝড় বৃষ্টি ত আমাদের তাঁবেদার, হুকুম কর্‌ব্ব হবে, আবার থাম্‌বে! (বিমানের হাসি দেখিয়া) ঠাট্টা? দেখুন আপনি কে আমরা এখন বিশেষ জানিনা। আমাদের কথায় হাসি? রুলের গুতোয় হাসি বার করে দোবো, বাবা! সাবধান? চলুন, দারোগা ম'শাই। (প্রস্থান)

দারোগা। আরে তাত বটেই, আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা? মজাটা দেখাব—বাবা? আমরা পুলীসের লোক—বাবা, সাত গেঁয়ের কাছে মামদো বাজী— (প্রস্থান)

বিমান। যাক্, এখন কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে, সরকার বাহাদুরের সন্দেহ হয়েছে, এর হেস্ত নেস্ত না দেখে বাড়ী যাচ্ছিনা। মদন চাঁদ বাবু ত তিন দিন হল মারা গিয়াছেন,কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে লোকেদের মুখে একটু বিস্ময় কি আশ্চর্য্যভাব কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা; ঝড় বৃষ্টি দুদিন থেকে থেমে গিয়েছে, তবুও লোকটা যে কি হল,কোথায় গেল,মারা গেল, কি উড়ে গেল, কেউত কিছুই বল্‌ছেনা। (ভাবিতে ভাবিতে) আমি তাঁর ছেলে, এ আমি কিছুতেই—প্রমাণ কর্ত্তে পার্‌বোনা। বোধ হয় চেহারায় একটু মিল আছে, কিন্তু তা থাক্‌লেইবা কি? লোকে বল্‌বে "কৃপণের অগাধ বিষয়, তার লোভে ছেলে হয়ে উড়ে বস্‌তে এসেছেন। আরে বাপু? দুটোলোক কি একরকম দেখতে হয় না! বংশের পরিচয় দে'ও'ত"—শেষে একটা শক্ত কথা বল্‌বে, "অবিবাহিত মদন চাঁদের নিশ্চয় একটা বেশ্যা ছিল" তাহ'লে স্নেহময়ী স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতিতে কালি দিলাম (উত্তেজিত হইয়া) না, এসব হবে না, আমি যেমন বিমান আছি সেই রকমই থাকব, যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট—(ভাবিয়া দুঃখিত ভাবে) ভোগ করতে পারবো' ত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

চিৎপুর রাস্তা হইতে Beadon Square। খবরের কাগজ হাতে বিমানের প্রবেশ।

বিমান। এই যে অমৃত বাজার পত্রিকাতে লিখেছে—"মদন চাঁদ চক্রবর্ত্তী নামক একব্যক্তি নিরুদ্দেশ, অর্থাৎ ঝড়ের পরদিন হইতে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। অনেক বড় বড় গাছ হ্যারিসন রোড, ইডেন গার্ডেন ও অন্যান্য বড় বড় রাস্তায় ঝড়ের বেগে পড়িয়া গিয়াছে, মদন চাঁদ বাবু সেই সময়ে রাস্তাদিয়া বাটী ফিরিতে ছিলেন বোধ হয় অপঘাতে মারা গিয়াছেন—কেহ কেহ বলেন তিনি উড়িয়া অন্যদেশে চলিয়া গিয়াছেন, আমাদের বোধ হয় তাহা হইতে পারেনা। সেদিন অনেক উকিল বাবুরা বাড়ি ফিরিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একটীও ঝড়ে সাবাড় হন্ নাই বা উড়িয়া গিয়া অন্য দেশে সভ্যতার আলোক বিস্তার করেন নাই। তাহাতে বোধ হয় মদন বাবু অন্য কোনও কারণে মারা গিয়াছেন। দস্যু হস্তে নহে, কারণ তাহা হইলে তাঁহার ধনরত্ন সমস্তই অপহৃত হইত। তাঁহার প্রভূত বিষয় সম্পত্তি, কিন্তু কেহই এপর্য্যন্ত ওয়ারিস সূত্রে দাবী দাওয়া করে নাই। পুলিস তদারক খুব চলিতেছে। Under the circumstances our Benevolent Government, to cope with the exigency, has taken the whole of his properties, including his delapidated palatial building, under its special care and supervision, till such time any person appears on the scene to claim the properties aforesaid অর্থাৎ দয়াবান গভর্ণমেণ্ট যতদিন না কেহ দাবী দাওয়া করে,

ততদিন নিজের বিশেষ আবশ্যক বশতঃ মদন চাঁদ বাবুর সমস্ত বিষয় লইলেন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। একটা—বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে নগদ টাকা, গিনি ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ছিলনা বলিয়া—আমাদের বিশ্বাস হয় না"। যাহা হউক দয়াবান সরকার বেশ করিয়াছেন। আর নগদ টাকা, সে সবত আমার ঘরে,—পাবে কোথায় বাবা! এই যে আদালতের কথা ক'ইতে ক'ইতে এরা আস্‌ছে একটু আড়ালে থেকে শোনা যাক্—(অপসৃত হওন।)

(নাগরীকদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম নাগ। কি রকম সূক্ষ্ম বিচার দেখলেন ম'শাই—a Daniel come to Judgment! প্রভু আমার বিচার কর্‌লেন, যেহেতু মদন চাঁদ চক্রবর্ত্তী ওরফে মদন বাবুকে বহুবিধরূপ অনুসন্ধানেও পাওয়া যাইতেছে না—whereas মদন চাঁদ চক্রবর্ত্তী ওরফে মদন বাবু তিনদিন হইল নিমন্ত্রণ খাইতে যাইয়া ছিলেন—whereas সেই নিমন্ত্রণ খাইয়া সন্ধ্যার সময় বাটী ফিরিতে ছিলেন—and whereas সেই সময় ঝড় ও বৃষ্টি হইয়াছিল অতিশয়—and whereas সেই সময়ে ঝড় বৃষ্টিতে পড়িয়া তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন—and whereas ইহা বলা যাইতেছে না নিশ্চয় তিনি জিবীত কি মৃত—and whereas মদন চাঁদ চক্রবর্ত্তী ওরফে মদন বাবু বিপুল বিষয়ের মালিক—and whereas তিনি কোনও উইল বা কিছুই ব্যবস্থা সম্পত্তির জন্য করিয়া যান নাই—and whereas——

২য় নাগ। আরে চুপকর, তোমার whereasর জ্বালায় দেশ ছেড়ে পালাতে ইচ্ছাকরে। আর সরকার বাহাদুর আমাদের মা বাপ তাঁহারা যখন বল্‌ছেন মদন চাঁদ বাবু মারা গিয়াছেন, তখন সে যদি মারা না গিয়াও থাকে, তবুও মারা গিয়াছে, অথবা তাহার মারা যাওয়া উচিৎ। একি কম কথার কথা—মদন চাঁদ একা থাকিত, তাহার

কাহাকেও কখন দেখা যায় নাই, তার মা, বাপ, স্ত্রী, ছেলে পিলে কেহই নাই কারণ—তাহার বিষয়ের ব্যবস্থা নাই, একটুকরা will পর্য্যন্ত নাই, অতএব তাহার মা বাপাদি কেহ কখনই ছিল না, অতএব সরকার বাহাদুর তার বিষয়াদির মালিক, এবং যতদিন না কেহ হামী হয় অর্থাৎ পুলিস বাবাজি কাহাকেও না খাড়া করে, ততদিন সমস্ত সরকারে জমা থাকিবে অর্থাৎ ওয়ারিসান সূত্রে ভোগ দখল করিতে থাকিবেন।

বিমান। (অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া) মহাশয়েরা কি মোকদ্দমা দেখে এলেন? এ কোন কোর্টে হ'ল? কি রকম হ'ল? মদন চাঁদ বাবু কি আপনাদের পরিচিত লোক ছিলেন?

১ম নাগ। (বিমানের আপাদ মস্তক অবলোকন করিয়া—জনান্তিকে) ওহে এ লোকটা দেখিতে যেন একটা ছোট খাট মদন চাঁদ না? মদন চাঁদ বাবুকে আমরা বহুদিন হইতে দেখে আসছি—এ লোকটা—তারি মতন দেখতে, পুত্র, পৌত্র, ভাই, ভাইপো—নাহয়ে যায় না—(প্রকাশ্যে) বলি মশাই মদন চাঁদ বাবু কি আপনার কেউ হতেন? আপনি কি ওয়ারিসান খাড়া হবেন?

২য় নাগ। আপনার চেহারা দেখে বোধ হয়, আপনি তাঁর আপনার লোক। আমরা আপনাকে ভাল উকীলের কাছে নিয়ে যাব, সে উকীলত উকীল নয়—যেন বিধাতা পুরুষের বাচ্ছা—কেটে জোড়া দেয়, ম'শাই, কেটে জোড়া দেয়। বলেন, এখনি নিয়ে যাই। কিছুই দিতে হবেনা, খালি একটা ওকালত নামায় দস্তখত করতে হবে, আর আমাদের গাড়ি ভাড়াটা—তা দু'জন আছি একটাকা, বাস্! কি বলেন—চলুন না?

বিমান। বলি এতকথার কি জবাব একসঙ্গে দিতে পারি।—মদন চাঁদ বাবুকে আমি—

উভয়ে। (সমস্বরে) ভালরকম চিন্‌তুম—তিনি আমার বা—ঠাকুদ্দা ছিলেন কেমন না মশাই—

বিমান। (বাধা দিয়া) আরে না ! না !! তোমরা কি বাবা ধর্ম্মাধিকরণের ধ্বজা ? কি জেদ বাবা, আমাকে পরের বিষয়টা ওয়ারিস সূত্রে পেতেই হবে ?

উভয়ে। (সমস্বরে) কখনই না, আপনারই—বিষয়, একটা টাকা ফেলুন দেখি ? চলুন না ?

(দুইজনে দুহাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যাওয়া)

(বাউলদের প্রবেশ ও গীত।)

মনুষ্যরে দে'খ্‌লে দুনিয়াদারি।
খেটে খেটে জান্ সারা, সব্ ফক্কিকারি॥
কোথা যাও ছেড়ে সব, নিয়ে গেলে না—
আমার আমার কল্লে মদন, কই তোমার হ'ল না ?
এখন কোম্পানীতে নিলে সব, এইত বিচার ভারি॥

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রাতঃকাল—বিমানের বাটীর ভিতর কক্ষ। বিমান ও বিধুমুখী আসীন।

বিমান। দেখ বিধু! তুমি আর আমায় বাধা দিওনা। তোমার চক্ষের জল দেখ্‌লে আমার যেন শরীর অবশ হয়ে পড়ে, উত্তম সমস্ত কোথায় চলে যায়, মনের তেজ সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। দেখ ভাই, আমার এই ৯।১০মণ রূপার দর দাম হয়ে গিয়েছে। বোম্বাই ওয়ালারা দশ আনা ভরি দর দিয়েছে—বোঝ'না—তাহ'লে কিরকম লাভ! আমি যেমন করে হ'ক একবার বোম্বাই যাব, সেখানকার কাক্-চিল-ভাই ভুর-ছাইয়ের আড়তে আমার রূপার বাটগুলি জমা দিয়ে, শতকরা ৭৫৲ টাকা হিসাবে মালের উপর দাম নিয়ে, হুণ্ডী কেটে কল্‌কেতায় ১০।১২ দিনের মধ্যে ফিরে আসব। টাকাটী কি তখন বড় কম হবে? তখন তোমার বিধুবদনখানি ভাবে ঢল ঢল কর্‌বে, আর আমি এই রকম করে বার বার চুম্বন কর্‌তে থাক্‌ব (চুম্বন করিয়া হাসিয়া লজ্জিত ভাবে) আঃ আমি কি ক্ষেপে গেলেম নাকি? না—বিধু আমায় আর বাধা দিওনা, আমায় আর উদ্যমহীন করোনা।

বিধু। দেখ তুমি আমার স্বামী—আমি তোমার স্ত্রী—দাসী। দাসীর একটা কথা রাখ। ছেলেদের মুখেরদিকে চেয়ে আমার কথা শোন? তুমি যে সাদাপানা ধাতু গুলোকে রূপো বল্‌ছ, যা তৈরি কর্‌বার জন্ম প্রাণপণ করে, দিন নাই, রাত নাই, খেটে খেটে তোমার

অস্থি চর্ম্ম সার হয়েছে, কত উদ্বেগ, কত যন্ত্রণায়, কাল কাটিয়েছ, আজ পর্য্যন্ত আমি তোমায় বারণ করি নাই ; তুমি সর্ব্বস্ব খুইয়েছ, এখন খালি এই ছোট ভাঙ্গা বাড়ীখান মাত্র আছে। আমরা সকলেই কতদিন অর্দ্ধাশনে কাটিয়েছি। এই যে তোমার রূপো--এ যে এখানে আর কেউই—রূপো বলেনা, একজনও না। তোমার কাক্-চিল-ভাই-ভুর-ছাই রূপো বল্‌লে কি করে? তাহ'লে তাদের বোধ হয় চক্ষু নেই, বোধ হয় সেখানকার ব্যবসাদারগুলো সবই রূপো দেখে, তারা বোধ হয় সোনা-চোকো রাত-কানা। (কাতরস্বরে) না, না, তোমার পায়ে পড়ি, তোমার হাতধরে বল্‌ছি—বোম্বাই যেওনা খালি কষ্টপাবে। ও রূপোয় নয় অন্যরূপে ভুলেযাবে, দুঃখ্যপাবে। আচ্ছা যদি দরই হয়ে থাকে, এখান থেকেই—মাল পাঠাইয়া দেওনা কেন? কেন আমায় অনাথিনী করে ফেলে রেখে দূরদেশে যাবে—সে যে অনেকদূর !! খুড়ামশাই বল্‌ছিলেন, সেদেশ সমুদ্রের কাছে, সেখানে সাত আট তোলাকরে এক একটা বাড়ি, বাজারে খেতে হয়, সেখানকার সবই লোক যেন কিনা কি হারিয়েছে খালি দৌড়া দৌড়ি কচ্ছে? না অমন দেশে তোমায় যেতে দোবনা, আমার তুমি ভিন্ন কেউ নেই। (ক্রন্দন)

বিমান। এইত মাটীকরে দিলে! তোমার কান্না দেখ্‌লে আমারও যে কান্না পায়! তোমায় একটা কথা ব'ল্‌ব এ'খন। এখন সময় নয়। তখন আমার কথা সব (উৎসাহের সহিত) বুঝ্‌তে পারবে। কেঁদনা, চুপকর, চুপকর? ঐ দেখ, নীচে কে ডাক্‌ছে, বোধ হয় খুড়ামশাই, চক্ষু মুছে ফে'ল, নাহ'লে (মুখ চুম্বন করিয়া) শিগ্গির মোছ—(খুড়ামশাইয়ের প্রবেশ) আসুন, আসুন—(আসন প্রদান করিয়া) কেমন আছেন, বসুন।

খুড়ামশাই। দেখ বিমান—তোমার মা আমায় বড় ভালবাস্‌তেন,—আর এ বৃদ্ধের কাছে তিনি সব পরামর্শই নিতেন। বৃদ্ধ হয়েছি,

সকাল সকাল উঠ্‌তে বড় কষ্ট হয়, তাই তোমার কাছে আগেই আস্‌তে পারিনি। তোমার বাপকে বোধ হয় তুমি জ্ঞান হয়ে দে'খনি (ঘরে তিনখানা ছবি দেখিয়া) একি তুমি ছবি ক'খানি কোথায় পেলে? একখানি দেখ্‌ছি তোমার স্বর্গীয়া মাতা ঠাকুরাণীর, আর একখানি তোমার ছেলেবেলার ছবি, তৃতীয় খানি!—দেখ্‌ব (অন্যমনস্ক ভাবে) মিলিয়ে দেখ্‌ব। আমি শুনলাম, বাবা, তুমি নাকি বোম্বাই যাচ্ছ রূপো বেচ্‌তে? বাবা বিমান বুড়ো বামুনের কথাটা শোন, ও রূপোই নয় ও একটা যাহ'ক তাহ'ক সাদা জিনিষ, যদি ওর দামই থাক্‌ত তাহ'লে কি কল্‌কেতায় তোমার রূপো বিক্রি হত না?

বিমান। দেখলেন'ত এখানে কেউ দর দিলেনা, তা কি করব!

খুড়ো। তাত দেখ্‌ছি। দেখ বাবা কাযকর্ম্ম কর, তুমি খুব কাযের মানুষ। সেকরার কায কর বটে, জেন তুমি বামুনের ছেলে, বড় ঘরের ছেলে (বিমান ও বিধুমুখীর অবাক্ হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকান) যখন বিধুমুখীর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই, তখন তুমি ছেলেমানুষ, বিধুমুখীর বাপ ছিলনা, তার মা তোমার সব পরিচয় পেয়ে তবে তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়। সদ্‌ব্রাহ্মণ বেশকরে খেটে খুটে গুছিয়ে চল, না বোম্বাই, রূপো, রাতা রাতি বড়মানুষ, এসব কি বাবা! বোম্বাই যেওনা!

বিমান। খুড়ামশাই আপনার কাছে বসে আমার কুলের কাহিনী সব শুন্‌তে ইচ্ছে করে। আপনিই আমাদের এখন অভিভাবক পিতৃস্থানীয়। মা মরবার পর আপনার কাছেই লেখাপড়া ব্যবসা বুদ্ধি সবই আমার শেখা। আপনার পরামর্শই আমার একমাত্র বুদ্ধি বল। আপনার পরামর্শ মতই চল্‌ব। তবে—

খুড়ো। (বাধা দিয়া) আর তবে নয় বাবা—বোম্বাই যেওনা। (হাসিয়া) ওসব রূপোতে তোমার দুই ছেলের বিবাহে রূপোর বাসন হবে,

তখন কনের বাপের কাছে রূপোর দামে ঐ সব বাসন বিক্রি হবে। তোমারও খুব লাভ হবে। কি বল মা বিধু? আহা মা বিধুর আমার মুখটী শুকিয়ে গিয়েছে, চোকদুটী জলভরা হয়েছে।

বিধুমনি। (ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে) দেখুন্ না খুড়ামশাই? উনি বোম্বাই—বোম্বাই করে ক্ষেপে উঠেছেন, আমাদের একলা ফেলে ছেয়ের রূপো বেচ্‌তে যাবেন। ওকি রূপো? উনি বলেন খাঁটি রূপো।

খুড়ো। মা বিধু, ভেবনা। বিমান আমার কথা শুন্‌বে। বুড়োমানুষের কথা নাড়্‌বে না। (বিমানের প্রতি) বাবা বিমান, বোম্বাই, রূপো,—ছেড়ে দাও, বাবা? (স্বগতঃ) হরি মধুসূদন! বাবার আমার সুমতি দাও! অগাধ বিষয়ের অধিকারী ও যাচ্ছে কিনা রূপো বেচ্‌তে, ও কি রূপোরে বাবা! তোমার অদৃষ্ট ফরসা!! তাই সবই ফরসা! আর ওটাও একটা ফরসা ধাতু! (প্রকাশ্যে) যাক্ বেলা হয়েছে, আহারাদি করগে, আমিও আসি। (প্রস্থান)

বিধুমুখি। চল আমরাও যাই চল, তুমি নেয়েখেয়ে নাও, তারপর বোম্বাই নেংড়া যা হয় হবে এ'খন। খুড়োমশাই ঠিক বলেছেন, আমরা বামুন মানুষ আমাদের কি অত টাকা সহ্য হয়—বলে, লাখ্‌টাকায় বামুন ভিখারি—(বিমানের হাত ধরিয়া) চলগো, ওঠ, বোম্বাই যানেওয়ালা? ওঠ, চট্‌করে দুটী খেয়ে নাও।

(বিমানকে লইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাত্রিকাল। বিমানের শয়ন কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। বিধুমুখি পুত্র-দ্বয়ের সহিত নিদ্রিতা। বিমান পর্য্যঙ্কোপরি জাগ্রত আসীন।

বিমান। এই'ত সময়! এখন যদি না বলি, তবে আর বলা হবে না। কিন্তু স্ত্রীলোককে গুপ্ত বিষয় ও গুপ্তধনের কথা আমার বলা উচিৎ কি না? পণ্ডিতেরা বলেন স্ত্রীলোকের নিকট গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ কদাচ করিবেনা—(স্বপ্নের ঘোরে বিধুমুখীর চিৎকার "দেখ পায়েধরি আমায় ছেড়ে যেওনা") স্বপ্নেও প্রিয়া আমার বিরহের চিন্তায় কাতরা হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি যে কিজন্য বোম্বাই যেতে ব্যস্ত হয়েছি, তা'ত জানেনা, যদি জান'ত তাহ'লে আর বাধা দিত্‌না। যা কারেন ভগবান! পতিপ্রাণা রমণীর কাছে কোন কথা গোপনীয় নয়। বিধু কি কাহাকেও বলবে? আমার বিশ্বাস হয় না—তাহলে যে আমি মারা যাব!! তাতে ওর কি সুখ হবে (সপ্রেমে নিদ্রিতা বিধুমুখীর মুখ চুম্বন করিতে করিতে) বিধু, বিধু, উঠ?

বিধু। এঁ্যা! এঁ্যা! তুমি! তুমি! (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) কেন বলনা? কত দুঃস্বপ্নই দেখ্‌ছিলাম যেন তোমায় হারিয়েছি, তোমার বিষয়ের অবধি নেই, তুমি যেন সদাই ব্যস্ত অবসর নাই, তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে যাচ্ছি এমন সময় সময়—ওঃ গা শিউরে উঠে!! বল্‌তে পাচ্ছিনা।

বিমান। তুমি যেমন পাগলিনী? স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? তবে—বিষয় আমার যে খুব—বে—শী—তার সন্দেহ নাই!!

বিধু। (বিমানের গলা জড়াইয়া) কি রকম! কি রকম!! একটীবার ব'লনা, কি রকম ব'লনা?

বিমান। প্রেয়সি, যদি আমায় সব বল্‌তে হয়, তাহ'লে সব দেখাতেও হয়। কিন্তু আগে তোমায় আমার মাথায় হাত দিয়ে ভগবানের নামে শপথ করে বল্‌তে হবে, যে তুমি কাকেও এমন কি ঐ নিদ্রিত পুত্রদ্বয়কেও, কোন কথা বল্‌বে না? যদি বল (দুঃখিত স্বরে) তাহ'লে আমারত আর নিস্তার নেই—হয় উদাসীন হয়ে বনে যেতে হবে, না হয় জল্লাদের হস্তে প্রাণ দিতে হবে, এ নিশ্চয়। কিন্তু সেই অন্তর্যামী ভগবানই জানেন আমি কোনও অপরাধে অপরাধি নই, কেবলমাত্র ঘটনাচক্রে বিজড়িত।

বিধু। স্বামিন্ হৃদয়েশ্বর! আমায় বললে যদি তোমার প্রাণ যায় তাহ'লে কখনই বলোনা। তবে আমার দ্বারা তোমার কথা প্রকাশ হ'লে যদি তোমার জীবন সংশয় হয়, ত'হলে ঐ পুত্রদ্বয়ের (নিদ্রিত পুত্রদের মস্তক স্পর্শ করিয়া) মাথায় হাত দিয়া দিব্য করছি, কখনই কাহাকেও ঘুণাক্ষরেও বলবো না, যদি ব্যভিচারিণী হই, তোমার জীবনে আঘাত দিই, তবে আমার এই "প্রতিজ্ঞা" তোমার জীবন সংশয় হবার আগেই নিজ হস্তে এই পুত্রদুইটীর ও নিজের হৃতপিণ্ড ছেদন কর্‌বই কর্‌ব, এ "প্রতিজ্ঞা" আমার অটল।

বিমান। (শিহরিয়া—সাদরে দুঃখিত ভাবে) প্রেমময়ি! তোমাদের আমি নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসি, তোমাদের সুখের জন্যই আমি এসব করেছি। যাক্, এখন আলো নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে এস, কোনও রকম শব্দ করোনা, জান'ত, শত্রুদের অনেক চোক অনেক কান।

(ঘর হইতে আলোহস্তে বিধুমুখির বিমানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন এবং উভয়ের বাটীর প্রাঙ্গনে প্রবেশ)

বিমান। আমি এই যায়গাটা আস্তে আস্তে খুঁড়ি, তুমি আলো

নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থাক। (সাবল দিয়া খুঁড়িয়া টালি তুলিয়া) বিধু একবার এধারে এস, দেখ?

বিধু। (আলোহস্তে আসিয়া দেখিয়া) একি! একি!! এত সোনার টাকা! একে না মোহর বলে। হাগা কত মোহর একটা থলের ভেতর আছে? আমায় বলনা? ইস্ এগার থলে দেখ্‌তে পাচ্ছি (সোৎসুকে) হাগা, কোথাথেকে পেলে?

বিমান। (আস্তে আস্তে) আরে চুপ, চুপ, চেঁচিওনা, এখনও দেখবার বাকি আছে। (অপর একখানা টালি তুলিয়া) আলোটা এই একটু উঁচু দাও আস্তেআস্তে এধারে এস (মদন চাঁদের জামা কাপড়-পরা মৃতদেহ উপরে উত্তোলন)

বিধু। (আস্তে আস্তে চেঁচাইয়া) ও বাবা! এ কিগো! ওমা যাব কোথায়! কি সর্ব্বনাশ! একে মাল্লে কে? তুমি? না কখনই নয়? ব'লনা? ব'ল? ব'ল? এই মৃতদেহ কেমন করে আমাদের বাড়ী এল? তোমার পায়ে পড়ি ব'লনা, কি হয়েছে?

বিমান। (আস্তে আস্তে) এই জন্যইত বলবোনা মনে করে ছিলাম, অত উতলা হলে চলবে কেন? এখন দেখ দেখি, এই লোকটা কে?

বিধু। (জামা খুলিয়া দেখিয়া) তাইত, ইস ছোরা বুকে জোরে মেরেছে; এই দাগ দেখনা, তাইতেই মানুষটা একবারেই মরে গিয়েছে। আহা! বেচারা বুড়োমানুষ? এরকম করে মাল্লে কে? (মুখের দিকে আলো দিয়া দেখিয়া) একেদেখে বোধ হচ্চে যেন কতদিনের চেনা! যেন কত আপনার লোক! তোমার মুখের মতন আদল, তবে বুড়োমানুষ! তুমি জান এঁকে কে মাল্লে?

বিমান। জীবদ্দশায় এ মানুষটীর নাম মদন চাঁদ চক্রবর্ত্তী ছিল। যেদিন বড় ঝড়বৃষ্টি সেইদিন ইনি আমার দরজায় আঘাত করেন—জলখেতে চান—আমি দরজা খুলে দেখি এঁকে ছোরা মেরেছে—ঘাতক

পালিয়েছে—সন্ধান পেলাম না—খানিকপরেই মারাগেলেন—পুলিস হাঙ্গামের ভয়ে এঁকে এইরকম করে পুঁতে রেখেছি। দেখ বিধুমনি এখন শোন (কাছে টানিয়া লইয়া) এই মোহরগুলি ব্যবহার কর্ত্তে গেলে, আমার রূপো বেচা চাই—বোম্বাই যাওয়া চাই—নাহ'লে লোকে আমায় সন্দেহ করবে—আমার বড়ই বিপদ হবে—প্রাণ পর্য্যন্ত যাবে। রূপো বেচে টাকা এনেছি বল্লে—লোকে বিশ্বাস করবে, তত ভয় নেই, এ সবের কোনও ঠিক ঠিকানাও হবেনা—কোনও উচ্চবাচ্য হবেনা। এখন যেখানে যেমন ছিল সব রাখি (রাখিবার উদ্যোগ করা)

[সহসা আলোক বিকাশ—ছায়া-সুশীলার সহিত দেবীর প্রবেশ]

বিমান। একি! আমার স্নেহময়ী জননী! মাগো তুমি যে মা! এই যে সঙ্গে দেবীও এসেছেন? তবে (বিস্ময়ের সহিত) ইনিই (মৃত মদন চাঁদকে দেখাইয়া) কি আমার পিতা? আমি পাপিষ্ঠ, সৎকার করা সাধ্যাতীত। বিধু, এস আমরা জননী ও দেবীকে প্রণাম করি (উভয়ে জানুপাতিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

নেপথ্যে গীত।

নিশীথ সময় এবে, মধ্যনিশামনি।
দেখিতে তোমায় এনু, (এবে) নীরব ধরণী॥
(ঐ) নির্জীব মূরতি, স্মৃতিপটে আঁকি
রেখনারে বাকি, হিসাবের ফাঁকি।
প্রাণত্যজে তারো, (নিজ) জনকজননী॥

(ক্রমশঃ—ছবি দুইটীর অন্তর্হিত হওন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাতঃকাল। বিমানের বাটী—বিমান, বিধুমুখী ও পুত্রদ্বয়।

বিমান। ভাই বিধু, বল দেখি? আমি কখন বেরুব। গাড়ী করে ষ্টেশনে যাব, তারপর টিকিট কিনব, পার্শেল লগেজ কত কি কর্ত্তে হবে—বোম্বাই যাওয়াত যে সে কথাটী নয়? এখনও আমার খাওয়া হ'লনা, সাড়ে সাতটা বেজে গেল, দশটায় ট্রেণ। রাত্রের ট্রেণে যাওয়া হবে না—আমার এত রূপো, যে চোর ডাকাতের ভয়।

বিধু। (হাঁসিতে হাঁসিতে জনান্তিকে) দেখ, খোকাদের সাম্নে আমায় নামধরে, কি ভাই ভাই বলে, ডেক না, ওরা কি মনে করবে বলদিকিনি। (প্রকাশ্যে) ওগো হয়ে গিয়েছে ভাত বাড়্লেই হয়, এ যে কুটীওয়ালার বেহদ্দ। এখন ত ঘণ্টা দুই আড়াই বাকী আছে। পার্শেল কর্ত্তে শ্যামল না হয় চাকরটার সঙ্গে যাক্ না।

বিমান। (কাণে কাণে) দূর ক্ষেপী, দেখে ফেল্‌বে যে? ওরে শ্যামল, কমল, তোরা চাকরটাকে দিয়ে বিছানাগুলা বাঁধাগে যা'ত?

শ্যামল, কমল। বাবা! তোমার সঙ্গে আমরা যাব, বোম্বাই দেখবো, সে খুব ভাল যায়গা, সেখানে বোম্বাই আঁব খুব, জান'ত?

বিধু। আমি তোরা ছেলে মানুষ, ওঁর সঙ্গে কোথায় যাবি—সে অনেক দূর, বড় বড় পাহাড়, এই যে খুড়ো মহাশয় আস্‌ছেন (খুড়োর প্রবেশ) আসুন, আসুন, শ্যামল তোর দাদা মশাইকে আসন পেতে দে?

খুড়া। (সোৎসুকে) বলি, বিমান, বৃদ্ধের কথাটা বুঝি গ্রাহ্য হ'লনা। বোম্বাই যেতেই হবে? মা বিধু! তুমি যে আর কিছু বল্‌ছ না?

বিধু। খুড়ো মশাই! বুঝে দেখলুম—উনি কিছু পাবেনই পাবেন—বোম্বাইওয়ালা কাকৃচিলভাইভুরছাইয়েরা যখন রূপোর দর দিয়েছে তখন তারা নিশ্চয়ই ঐ সাদাধাতুটা পসন্দ করেছে—আর দেখুন স্ত্রী ভাগ্যে ধন, স্বামি ভাগ্যে পুত্ত্র। আমার ভাগ্যে ধন যদি থাকে, তবে আমিই হস্তারক হই কেন? ওঁর ভাগ্যে পুত্র ত পেয়েছি, আমার ভাগ্যটাই দেখা যাক্ না।

খুড়া। তোরা দেখ্‌ছি দু'জনে একজোট হয়েছিস্?—ওরে বিধু তোর ভাগ্যে যদি ধনই থাক্‌ত তা হ'লে—ঐ ছবি দেখ? ঐ তোর শ্বশুরের ছবি—ঠিক ঐ রকম আর একখানা ছবি তোর শাশুড়ী, আমার কাছে দেয়, আর বলে এই বিমানের পিতা—অতুলধনের অধিকারি! কিন্তু বড়ই কৃপণ। সুশীলা, স্বামীকে এ ছাড়া আর কোনও রূঢ় কথা উদ্দেশ করেও বলে নাই। এই ছবি যার, তাকে আমি চিনি, কৃপণের অগ্রগণ্য মদন চাঁদ চক্রবর্ত্তী। দিন দশেক হল নিরুদ্দেশ—সরকার বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে—বাড়িখানা, সোনা, রূপো, হীরে, জড়াও, মুক্তা, সব সিকি কড়িতে ছেড়ে দিয়েও গভর্মেণ্টের ১৪০০০০০ টাকা আদায় হয়েছে—বলি এ'তেই প্রভুদের দুঃখ, নগদ টাকা মোহর কিছুই পাওয়া যায় নাই। বিধু, তোমার ভাগ্যে যদি ধনই থাক্‌ত তা'হলে, বিমানইত এসবের মালিক।—তা না হয়ে বোম্বাই যাচ্চেন কাকৃচিল্‌ভাইভুরছাইয়ের আড়তে সাদা ধাতু বেচ্‌তে! দেখ, আমার কথা শোন, বাজে কাজে কষ্ট পেতে যেওনা, এখানেই যে ব্যবসা কর্‌ছ কর, ভগবান্ ভাল করবেন। সুশীলা ঠিক্ বল্‌ত—বাপের দোষ একটা না একটা ছেলেতে পাবেই পাবে।' (ছবি দেখাইয়া) ঐ পাষণ্ড কৃপণটা নিজের স্ত্রী পুত্রকে খেতে না দিয়ে পরের রক্ত শুষে ফেঁপে উঠেছিল, আর তুমিও রাতারাতি, কোথাকার ছাই রূপো বিক্রি করে, বড়মানুষ হ'তে যাচ্ছ—লজ্জাও করে না?

বিমান। (বিরক্তভাবে) দেখুন, খুড়ামশাই, আপনি বয়োবৃদ্ধ আমাদের অভিভাবক পিতৃস্থানীয়। আপনাকে আমার কিছু বলা উচিৎ নয়। যদি ঐ লোকটাই আমার পিতা হয়—কৃপণই হ'ক পাষণ্ডই হ'ক আমার পিতা। পুত্রের সমক্ষে পিতৃনিন্দা ভাল নয়, বিশেষ যখন স্বর্গীয়, তখন তাঁর সব দোষ ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। জন্মদাতা, তাঁর কার্য্যের ভালমন্দ আমার বিচার করবার কোনও অধিকার নাই। যদি আমার পিতৃদত্ত দোষ জন্মাবধি থাকে, তাহ'লে তাহা নিবারণ করে কাহার সাধ্য। নিয়তি—অনিবার্য্য—আমাকে বোম্বাই যেতেই হবে, বড়মানুষ হতেই হবে।

বিধু। দেখ্‌ছেন্'ত, খুড়োমশাই? আমি আর কি বল্‌ব। মনের ভাব ত দেখ্‌ছেন? সেই জন্যইত হাল ছেড়ে দিয়েছি।

খুড়া। (রাগতঃ ভাবে) হাল ছাড় আর না ছাড়, দুজনে একটা কি বুদ্ধি এঁটেছ? তোমরা দুটো ছোড়া ছুঁড়ি বইত নয়, মনে করছ তোমরা বড়ই বুদ্ধিমান্—ওযে রূপো নয়, এ জ্ঞান হচ্ছেনা? যাও যেখানে খুসি। ঐ যে আমার গুণধর পুত্রটীও দৌড়ে এখানে আস্‌ছেন —আসবেই ত, এমন বাঁদরামিত কখন কেউ দেখেনি—রূপো! আরে তোর রূপো! (কম্পিত কলেবরে ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে প্রস্থান)

কিশোর। (প্রবেশ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া) আরে, বিমান দাদা! তুমি নাকি তোমার রূপো বেচ্‌তে বোম্বাই চলেছ? বাবা বল্‌ছিলেন তুমি নাকি ক্ষেপে গিয়েছ? আমি কিন্তু ভাই, তা মনে করিনি। আমি মনে করলুম, তোমার মাথাটা একটু—টু—টু—টু—খারাপ হয়েছে—কি বল বউদি?

বিধু। ঠাকুর পো ঠিক্ বলেছ! আমারও বোধহয় ওঁর মাথাটা—একটু—টু—টু—খারাপ হয়েছে। সে যা হ'ক উনি যখন শুনছেন না,

তখন তুমিও একসঙ্গে খেয়ে দেয়ে নাও—আমরা ক'জনে একটা গাড়ী করে ওঁকে ষ্টেশনে পৌছে দিয়ে আসি, কেমন ?

কিশোর। ঠিক্ বলেছ বৌদি ? সেই ভাল, চল সকলে খাওয়া দাওয়া করে শ্যামল কমলকে নিয়ে বিমান দাদাকে রূপো শুদ্ধ বোম্বাইয়ের গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আসি। আমিও বোম্বাই যেতুম, কিন্তু বাবা বিমান দাদার উপর বড়ই চটেছেন, তাতে বোম্বাই যেতে সাহস হ'চ্ছেনা. যদি মার ধর করেন।

বিধু। ঠাকুর পো তোমার বৌউ হ'লে ওসব ভয় থাকবেনা। সে তোমার চালতরওয়াল হ'য়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে। তখন কি আমাকে দেখ্‌তে পার্‌বে, না তোমার দাদাকে মনে থাক্‌বে ?

কিশোর। (লজ্জাবনত মুখে) আঃ ! চলনা, বৌউদি ? বিমান দাদার দেরি হচ্ছে, খেয়ে দেয়ে আমরা সব ষ্টেশনে যাই চল।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সন্ধ্যাকাল। বিমানের বৈঠকখানা ঘর। দুইজন বন্ধু ও বিমান আসীন। কিশোরের প্রবেশ।

বিমান। এস ভাই—কিশোর? খুড়ামশাই কেমন আছেন? বোম্বাই থেকে আসা পর্য্যন্ত বাড়ী মেরামত, সাজান, আরও নানা ঝঞ্ঝাটে খুড়ামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারিনাই। আজ যা'ব মনে করছিলাম, তা তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। তোমার বৌদি'র সঙ্গে দেখাকর? তারপর জলটল খাও, আমরা দুজনে একসঙ্গেই যাব। (বন্ধুদিগের দিকে তাকাইয়া) এ দুটী আমার বন্ধু, এপাড়াতেই থাকেন, দেখাকর্‌তে এসেছেন। এঁরাও কায়স্থ। খ্যাঁদারাম সুন্দর মিত্তিরদের বাড়ির ওপাশেই থাকেন।

কিশোর। (বন্ধুদের অভিবাদন করিয়া) এঁদের সঙ্গে আমার আলাপ নেই। বাবার অসুখ নিয়েই ব্যস্ত, তা খোঁজ খবর কখন রাখ্‌ব?

১ম বন্ধু। আমি এই দিন আষ্টেক হ'ল এপাড়ায় এসেছি। পাড়ার সকলের সঙ্গে আলাপ করা উচিৎ, বিশেষ বিমানবাবু অতি ভদ্রলোক। আমি আপনাদের আশ্রিত। সময়ে অসময়ে প্রতিবেশী বলে মনে রাখবেন।

২য় বন্ধু। আমিও এ বাড়ীর পার্শ্বেই অনেকদিন থেকেই আছি। কিন্তু বিমানবাবুর সঙ্গে আলাপ হয় নাই। কিশোরবাবুও আমাদের প্রতিবেশী। কিন্তু চাকরি কর্ত্তেগেলে আর কিছুই চলেনা—৯টার মধ্যে খেয়েদেয়ে আফিস্ যাওয়া আর বৈকাল ৭টার সময় বাড়ীফেরা, খাওয়া, আর শুয়েপড়া—এই কয়েকটি কায ভিন্ন চাক্‌রের দ্বারা আর কিছুই হতে পারেনা। রবিবার—তা এই ছেলেটাকে পড়াতে, মেয়েটা শ্বশুর বাটীতে কেমন আছে দেখ্‌তে, ঘরদোর গুছাইতেই, সময় কুলিয়ে উঠেনা। আজ এই বাবুটী বল্লেন, বিমানবাবুর সঙ্গে আলাপ করিগে চলুন—(বিমানের প্রতি) তা—আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড়ই আপ্যায়িত হলেম—তবে আমরা এখন আসি, আপনাদেরও স্নানাহারের বেলা হ'ল।

বিমান। (অভিবাদন করিয়া) অনুগ্রহ করে সুবিধামত এক একবার পদার্পণ কর্‌বেন ? এ আপনাদেরই বাড়ী জান্‌বেন ?

উভয়ে। Good Morning বিমানবাবু, কিশোরবাবু (প্রস্থান।)

কিশোর। ও বিমানদাদা! তুমি টাকা রোজগার করে নিয়ে এসেছ, এইত দিনদশেক, এর মধ্যেই বন্ধু টন্ধু আপ্যায়িত টাপ্পায়িত হতে চল্লো! তবুও বাবাজীরা এখনও পয়সার চেহারাও দেখেন্‌নি। পেয়েছ শুনেই কি আলাপ! কি ভদ্র ব্যবহার! আগে কোথায় ছিলে বাবা? হায়রে পয়সা! চল বৌদি'র কাছে যাই।

বিমান। দেখ, কিশোর, ওদের সাম্‌নে যেন কিছু ব'লো না, দুপয়সা পাওয়া গিয়েছে না হয় কিছু খরচ কল্লেমই বা। পরে আবার রূপো তৈয়ার কর্‌ব আর কাক্‌চিলভাই দুর্‌ছাইয়ের আড়তে পাঠাব। এখন চল ?

(উভয়ে অন্দরে প্রস্থান)

(উভয়ের ভিতর ঘরে পুনঃ প্রবেশ)

[বিধুমুখী টেবিল হারমোনিয়ামের নিকট চেয়ারে বসিয়া আছে চেয়ারের দুইপার্শ্বে শ্যামল ও কমল দণ্ডায়মান]

বিধু। এইযে, ঠাকুরপো? বলি, আমাকে বুঝি ভুলেগিয়েছিলে? তা যাহ'ক আজ যে বৌদিদিকে মনে পড়েছে? আমার ভাগ্যি!

কিশোর। না—বৌদি' আমি ভুলি নাই। রোজ রোজ মনে করতুম্ তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌ব। এই দে'খনা, বিমানদাদা দশদিন হ'ল এসেছে, এর মধ্যে বাবার ব্যায়রামের জন্য একবারও দেখা করবার সময় পাইনি। আজ বাবা নিজে বল্লেন "তোমার বিমানদাদাকে আমার কাছে একবার ডেকে নিয়ে এস" তাই তাড়াতাড়ি চলে এলেম। আমার কি আর অবসর আছে বৌদি'?

বিধু। ঠাকুরপো, তা যখন এসেছ তখন এইখানেই তুমিও স্নানাহার কর? তারপর দুজনে খুড়োম'শাইয়ের কাছে যেও? প্রমীলা কেমন আছে—বুড়ো পিসিমা, তাঁকে অনেকদিন দেখিনি, তিনি কেমন আছেন?

কিশোর। তারা সব ভালআছে বৌদি'? বাবার সেবা করছে ব্যায়রামটা একটু শক্ত!

বিধু। ঠাকুরপো আমিও একদিন খুড়োম'শাইকে দেখতে যাব। তোমার দাদা মিস্তিরি লাগিয়েছেন, বাড়ীখানা মেরামত হলেই, রঙ টঙ্ লাগিয়ে চকচকে করে ফেল্‌বে। আর উনি বলেছেন, একখানা ছোট গাড়ি ঘোড়া রাখবেন, তা হলেই বস্, আমাদের আর কি দরকার? না হয় বেশিভাগ একটা চাকর, আর একটা দেউড়ির দরওয়ান? বামুন ত আছেই। আর হারমনিয়মত কিনিয়েছি, খালি একখানা কার্পেট শোবার ঘরে পাত্‌তে হবে—

কিশোর। তা হবে বৈকি, বৌদি' ?

বিধু। আর ময়ুরত ছুটো কিন্‌তেই হবে। আর চিনের লাল মাছ দেখ্‌তে বড় ভাল। আর একটা ঝোঁটনওলা কাকাতুয়া। আর একটা হীরে মোহন পাখী হলে তার উপর আরও ভাল হয়। আর ঠাকুরপো, নিমন্ত্রণটা আস্‌টা যেতে গেলে কি জান একশেট্‌ চুড়ি স্থটের গিনি সোনার গহনা চাই—ই—চাই, তাছাড়া বারমেসে একস্থট ত আছেই, আর—

কিশোর। (হাঁসিতে হাঁসিতে) আর না, রক্ষেকর, বৌদি' ? এক নিশ্বাসে কত কথা বলে ফেল্লে গো, ও বাবা! তবে নাকি তুমি কথাটী ক'ইতে জান না ? বিমানদাদাকে নিয়ে তুমি হুকুম মত সব করাতে থাকো, তা হ'লে বিমানদাদার রূপো তৈয়ারি করা এই পর্য্যন্তই !! তোমার এক নিশ্বেসের মালগুলি আমদানি কর্ত্তেই দিন কেটে যাবে। (বিধুমুখীকে উৎগ্রীব দেখিয়া) বৌদি' আরও কি এখন ফরমাস বাকি রয়েছে নাকি ?

বিধু। ঠাকুর পো, বিমানদাদা বিমানদাদা করেই গেলে যে ? বলি বৌদিদি বুঝি তোমার কেউ নয় ? দাদার উপর এত টান দেখ্‌ব কতদিন থাকে ? আচ্ছা, তোমার দাদাকে কিছু ফরমাস্‌ কর্ত্তে চাই না, তুমিই সব আমার আনা নেওয়া কোরো ? তা হ'লে দেখ ঠাকুর পো ? আমি তোমাকে রোজ নিজের হাতের তৈরি বোম্বাই হালুয়া খাওয়াব ?

কিশোর। বোম্বাই হালুয়া !—সে কিরকম বৌদি' ?

বিধু। তোমার দাদা সেখান থেকে শিখে এসে আমায় তৈরি কর্ত্তে শিখিয়েছে ! বড় ভাল জিনিষ স্নানকরে এস, বোম্বাই হালুয়া জল খেতে দোবো এ'খন ? দেখ ঠাকুর পো তুমি রাগ করোনা। তোমার দাদার টাকাগুলো যাতে অপব্যায় না হয় তাই বলছিলাম

আমার গহনা তৈরি হলে, দরকার হল বাঁধা দিতে, বেচতে পারবেন? ধার দিলে আদায় কর্ত্তে কত কষ্ট—নালিশ ফরিয়াদ কত-কি? আবার যে সব হাকিম,—বিচারে নবঢং।—হ্যাঁ, আর এক কথা ঠাকুরপো, গাড়ি ঘোড়াটা হলে একখানা ভাল বাগান বড় সুখের, সেখানে শনি রবিবারে বেড়াতে গেলুম, তাছাড়া মাসের মধ্যে দুই একদিন কোন্ না থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখলুম? আর কি জান, ভাল বাগান হলে ফল পাকোড় ঘরে আসবে, একটা পুকুরও থাকবে, মাছও আসবে, আর কি জান, দুই একখানা ভাড়াটে বাড়ী কল্‌কেতায় কেনা থাকলে কি ভাবনা বল, আর কি জান—

কিশোর। আর কি জান, বৌদি',—আরের উপর আর মাত্রা বাড়িওনা, আগে বল্‌ছিলে আর, এবার ধরেছ আর কি জান। (বিমানের প্রতি) আমরা স্নানকরে বৌদি'র বোম্বাই হালুয়া খাইগে চল বিমানদাদা—

বিধু। আঃ আমার পোড়া অদৃষ্ট! যদি জিনিষের ফর্দ্দ করেছি'ত অমনি তোমাদের পোড়া পুরুষ মানুষের বড়ই কষ্ট হয়! বলি যদি বল্‌তুম একসেট বঙ্কিম বাবুর নভেল, ইতিহাস, ভূগোল, রীম রীম কাগজ ডজন ডজন সার্ট, তাহলে বড়ই খুসী হতে, না? পোড়া পুরুষগুলো যেন কি রকম? হারমোনিয়মটা একবার বাজানও হল না।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সকালবেলা। বিমানের বাটীর কক্ষান্তর। প্রমীলা, পিসিমা, বিধুমুখী ও কিশোর আসীন।

বিধু। প্রমীলা, তুমি কেঁদনা, খুড়ামশাই স্বর্গে গিয়েছেন, তাঁর জন্যে কাঁদলে স্বর্গেও তিনি সুখী হতে পারবেন না। পিসিমা, আপনি গুরুজন, প্রমীলা কিশোর আমার ছোট ভাই বোনের মত, ভগবানের ইচ্ছায় কাহারও কোনও কষ্ট হতে দোবোনা। উনি বলেন আমার কিশোর আর প্রমীলার বিবাহ দিয়ে থাক্‌বার বাড়ি করেদিয়ে তবে এবাড়ি থেকে যেতে দিব।

পিসিমা। কেন বিধু, আমার দাদার বাড়ী যাবনা?

বিধু। খুড়ামশাই যে বাড়িখানি বাঁধা দিয়েছিলেন তা উনি যান্‌তেন না। আর জান্‌লেই বা এখন কি কর্‌ছেন, সুদে ও আসলে বাড়ির দাম ছাড়িয়ে উঠেছে। এখন বিক্রি করলেই সুবিধা। যাদের কাছে বন্ধক, তারাই এখন আন্দাজ চার হাজার টাকা সুদ আসলের উপর দিয়ে বাড়ী কিন্‌তে চাচ্ছে, উনিও রাজি হয়েছেন। যে টাকা পাওয়া যাবে আমার প্রমীলার বিয়েতে খরচ কর্‌বো, কেমন প্রমীলা? (প্রমীলার লজ্জায় অবনতমুখী হওন)।

পিসিমা। তা বাছা, তোরা দুজনে যা ভাল বুঝিস্‌ তাই কর। বাবা বিমান আমার যেন সিদ্ধিদাতা গনেশ যে কাযে হাত দেবে, সেই কাযই সফল। দাদার শ্রাদ্ধটী কেমন গুছিয়ে কল্লে? বল্লে আমার বাপ মার ত শ্রাদ্ধ কর্‌তে পারি নাই, খুড়ামশাই আমার সব, ওঁর শ্রাদ্ধে আমি ঘটা করব, আর তেমনি ৫।৬ হাজার টাকা খরচ'ত কল্লে?

বিমান আর জন্মে আমার দাদার কেউ ছিল। আর একটা কথা বিধু! বিমানের ঠিক নাম বিমল, ওর মার নাম সুশীলা, ওর বাপের নাম মদন চাঁদ চক্রবর্ত্তী, দাদা মরবার সময় সব বলে গেছেন। দাদা বিমলের মার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। বিমানের বাপের অগাধ বিষয়!

বিধু। পিসিমা, ওসব কথা আমিও শুনেছি। আমার ভাগ্যের কথা নিয়ে খুড়ামশাই ওসব কথা রেগে বলে ফেলেন। ওসব কথা এখন ছেড়ে দিন্? ঠাকুরপো ও সুশীলা যাতে সুখে থাকে তাই করুন। ঠাকুর পো এম,-এ পাস কল্লেই ভাল মেয়ে দেখেশুনে, ওর বিবাহ দোবো। খুড়ামশাই বল্‌তেন প্রমীলার ষোল বৎসরের শেষাশিষি কি একটা ফাঁড়া আছে (প্রমীলার চিবুকে হাত দিয়া) তাই এমন সুন্দর মেয়ে, এমন পটলচেরা চোক, এমন চুল (সব হাতদিয়া দেখাইয়া) থুবড়ী হয়ে বসে আছে, না হলে এতদিন কবে বিয়ে হয়ে যেত। ১৬ বৎসর পূর্ণ হতে এখনও ৭।৮ মাস দেরি। যা করেন ভগবান!

কিশোর। আচ্ছা বৌদি'? আমাদের ত সব বিয়ে দিয়ে ফেল্লে আমিও এম,-এ পাস কল্লুম, তোমার মনের মতন সব হয়ে গেল! আমার মনের মতন কিন্তু একটাও হ'ল না।

বিধু। সে কিরকম ঠাকুর পো?

কিশোর। বিমানদাদা ত আর আগেকার মতন আমাদের কাছেও বসে না, কোথায় উকীল বারিষ্টারের বাড়ী, কোথায় কাঁকুড়গাছির বাগান, এই কচ্ছেন। হারমনিয়ম কিনলে তুমি, আর বাজাতে শিখলে কি না বিমানদাদা। যার জিনিষ তারি ত শেখা উচিৎ, তা হ'ল না কেন, বৌদি'? প্রমীলা খালি বাবার কাছে আর পুরুত মশাইয়ের কাছে সংস্কৃত শিখেছে। ও বাজাতেও জানেনা গাইতেও জানেনা। কিরকম গম্ভীর হয়ে বসে আছে, দেখনা, যেন মাগোঁসাই—

প্রমীলা।—দে'খনা বৌদিদি? (কিশোর—ঐ একটা "দি" বেশী হল)

দাদার কথাগুলিন্ শোন ? (কিশোর—ঐ একটা "ন্" বেশী হল) বাবা স্বর্গে গিয়াছেন্ (কিশোর—ঐ পুনশ্চ একটা "ন" বেশী হল) আমার আর কিছু ভাল লাগে না, মনে কেমন একটা ভাব আসে তাহা আমি প্রকৃত বুঝিতে পারি নাই, আমার মনে হয় পিতাঠাকুর যেন আমার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছেন,তাঁর চরণ দুখানি যেন শূন্যোস্থিত—(কিশোর—তা হ'তেই পারেনা এই দুইলাইন সব ভুল)—আমায় যেন বলছেন "প্রমীলা, মা আমার, এ সংসার সবই অনিত্য প্রহেলিকা মাত্র—(কিশোর—খালি আমরা চারি জনে নিত্যই নৃত্য করিতেছি—ইতি) দেখ দাদা, তুমি আমার সঙ্গে ও রকম ক'রনা, আমিত তোমার কথায় কখন প্রতিবাদ করিনি—(কিশোর ঐ "প্রতিবাদ" শব্দটা একেবারে ভুল, হবে "ব্যাঘাত") বৌদিদি, আমি আর দাদার সঙ্গে পেরে উঠ্লাম না। কার কাছে যাব বল দিকিনি ?

বিধু। তোমার বড় দাদা আসুন্, কার কাছে, কবে যাবে, তার স্থির হ'ক, তবে'ত ব'লব। কি ব'ল ঠাকুর পো, আমি কি একলা বল্‌তে পারি ?

প্রমীলা। বৌদিদি, তুমিও দাদার সঙ্গে যোগ দিলে ? দাদা আর তুমি তোমরা দুজনে যেন কি রকম ? কই, বড় দাদাত কখন আমায় কিছুই বলেন্ না। উপহাস পরিহাস'ত কখনও করেন না। বরং পুরুত ম'শাইকে বল্‌তেন "ভালকরে সংস্কৃত পড়্‌তে প্রমীলার যা খরচের দরকার হবে তা আমি দিব। আমার তৈরি রূপো কেউ নেয়, আর না নেয়, প্রমীলার সিকি" পুরুত ম'শাই হেঁসে বল্‌তেন "তোমার রূপো তোমার কাছেই থাক, আমি খুব ভালকরে প্রমীলাকে পড়াব, ভাবনা নেই"। আচ্ছা, বৌদিদি, সে সব সাদা সাদা রূপোগুলো কি হ'ল ?

বিধু। এই যে, ঠাকুর পো, প্রমীলার মুখ খুলেছে ? এখন বুঝ্‌তে

পেয়েছ বড় দাদা নেই, মুখ খোলে কার কাছে "পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা চক্ষের নিমেষে, মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে" আমরা মুখ্যু বই'ত নয়, ঠাকুর পো। আচ্ছা, বিদ্বান্ ব্যক্তি কাঁকুরগাছির বাগান থেকে এলেই, তারসঙ্গে কথা ক'য়ো, প্রমীলা? এখন চলো একটু ঘরের কায কর্ম্ম দেখাযাক্, ছেলেগুলো গেল কোথায়?

কিশোর। যা বলেছ বৌদি', মুখ্যু সুখ্যু মানুষ আমরা। পণ্ডিত কেবল প্রমীলা আর বিমান দাদা।

প্রমীলা। দেখ বৌদিদি, দেখ দাদা, তোমরা,—এই তোমরা বড়ই দুষ্টু, আমি বড় দাদা এলেই ব'লে দোবোই দোবো।

(গম্ভীর ভাবে অবস্থান)

বিধু। তবু ভাল! আমি মনে করেছিলুম তোমার বড় দাদা এলেই কিশোর আর আমাকে দুজনকেই বেঁধে অন্ধকার ঘরে ফেলেরেখে দেবে। ঠাকুর পো অন্ধকারেই একথালা ভাত কেমন খাবে, আর আমি এক রেকাবি সন্দেশ রসগোল্লা খেয়ে, আমার বিছানায় গিয়ে শোব? কেমন না, প্রমীলা? আর তুমি বড় দাদাকে নিয়ে বোঁ বোঁ দৌড়'বে।

প্রমীলা। (হাসিয়া) তোমরা ভারি দুষ্টু।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রভাতকাল। সুশীলা মন্দির, কাঁকুড়গাছির বাগান। ঘরের ভিতর শয্যায় বিমান নিদ্রিত। পার্শ্বের ঘরে বিধুমুখী নিদ্রিতা। প্রকোষ্ঠান্তরে প্রমীলা গীত গাহিতেছে, কমল স্থিরনেত্রে তথায় উপবিষ্ট। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া ৫টা বাজিতেছে।

নেপথ্যে—গীত।

ঐ জাগিছে উষা।
যায় আঁধার ধীরে ধীরে॥
কনক দ্বার উঘাটিয়া
রক্তিম ভানু প্রকাশিছে॥
নবীন করুণ ভাবে, প্রভাত কালে
জগৎ যেন ভাসিছে॥
(আবার) মধুর তানে পিককুল
ভাবে মাতি "তাঁরে" ডাকিছে॥

বিমান। (নিদ্রিতাবস্থায় চিৎকার করিয়া) উহুঃ! উহুঃ! প্রাণযায়! কে কোথায় আছ, রক্ষা কর? আমি চলে যাচ্চি, ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও—উঁ—উঁ—অঁ—অঁ—ওঁো—ওঁো—

[শব্দ শুনিয়া বেগে বিধুমুখী ও প্রমীলার দরজা জোরে খুলিয়া বিমানের ঘরে প্রবেশ]

বিধু। কি হয়েছে? কি হয়েছে? ওগো, কি হয়েছে, বুঝি স্বপ্নে ভয় পেয়েছ? ও কিছু নয়, ওঠ? ভোর হয়েছে, রাত পুইয়েছে?

একে গ্রীষ্মকাল তাতে আবার জানালা দরজা সব বন্ধ। ওঠ, ওঠ, মুখে চোখে জলদাও? (বিমানের গায়ে হাত দেওয়া, ঘুম ভাঙ্গিয়া অল্পে অল্পে চাহিয়া দেখিয়া বিমান বিছানায় উঠিয়া বসিল।)

বিমান। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) তোমরা আমার কছে বস, আমার বড় ভয় ক'চ্ছে! উঃ কি ভয়ানক স্বপ্ন!! কমল কোথায়? তুমি বিধুমুখী? তোমার এখনত বেশ মূর্ত্তি, বেশ চেহারা? ওখানে ও বসে কে, প্রমীলা না? প্রমীলাই'ত বটে! আহা বাঁচালে! শ্যামল কমল কই? কিশোর পিসিমা এরা কই? খুড়োমশাই? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) তিনি ত অনেক দিন স্বর্গে গিয়াছেন! তবে এ কিরম হ'ল, না, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে? না, না, কমলকে নিয়ে এস, একবার দেখব? কিশোর বুঝি ও বাড়িতে? দরওয়ানকে পাঠাও কিশোর শ্যামল দুজনকে নিয়ে আসুক? বিধু, একটু সরে এস ত? কই তোমার হাত দেখি? কই বুক দেখি? (দেখিয়া স্তম্ভিত-ভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে) ক—ই—কিছু—ই—ত দেখছি না! প্রমীলা সরে এস ত, ক—ই কি রকম হ'ল?

প্রমীলা। দাদা, দাদা, স্বপ্নে ভয় পেয়েছেন? স্বপ্ন কি সত্য হয়? আপনি বিবেচক আপনি উতলা হবেন না, আপনি ও রকম কল্লে আমরা কোথায় যাব? কিশোর দাদাকে ও বড়খোকাকে আন্‌বার জন্য দরওয়া-নকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি শান্ত হন! বৌদিদি, কি দেখ্‌ছ? দাদা কেমন করে চেয়ে রয়েছেন! মুখে জল দাওনা? বৌদিদি! (বিধুরমুখির তথাকরণ)

বিমান। দেখ তোমরা দুইজনেই শো'ন। আমার সবই কি রকম বোধ হচ্ছে। সত্য মিথ্যায় প্রভেদ কর্‌তে পাচ্ছিনা। যা ভুল করেছি, তা আর শোধরাবার নয়। বিধু এ স্বপ্নের কথা তোমার শুনে কায নেই, আর আমিও তোমায় বল্‌তেও পার্‌ব না। আমার ভবলীলা

বোধ হয় সাঙ্গ হয়ে এসেছে! অহো! কি কুক্ষণেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হতে গিয়াছিলাম, ঐ কাল ধনই আমার জীবন নাশের উপায় হ'ল। বোম্বাই থেকে আসা অবধি প্রায় এক বৎসর হ'ল, কখন কোন স্বপ্ন, ভয়, বিভিষীকা কিছুই দেখি নাই। তবে আজ এমন হল কেন? আচ্ছা প্রমীলা! আমার কাছে মিথ্যা বলোনা,সময়ান্তরে তোমায় আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে? এখন কিন্তু তোমার কাপড়ের তোরঙ্গ আমার সাক্ষাতে একবার খুল্‌তে হবে? স্বপ্নে যা দেখেছি সেইটা সত্য কি না দে'খব?

বিধু। উতলা হয়োনা, আনাচ্ছি, (নেপথ্যে ওরে হরে ছোট দিদি-মণির কাপড়ের তোরঙ্গটা একবার নিয়ে আয়'ত) হঁ্যাগা তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ, আমাদের কাছে বলনা? অদৃষ্টে যা আছে তা'ত হবেই, তবে সব বলে ফেল্লে, অনেক সময় সপ্ন ফলে না।

(হরে চাকরের তোরঙ্গ লইয়া ঘরে রাখিয়া যাওন।)

বিমান। প্রেয়সি! তুমি আমার জীবনের অনেক ঘটনা জা'ন, আর আমার মুখেও শুনেছ। দেখ আমার জীবন দুইটী নারীজীবনের সহিত দুচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আমি সেইটী আজ স্বপ্নে দেখে, খুড়া মহাশয়ের মৃত্যুকালীন উপদেশ স্মরণ কর্‌ছি, আর আমার মনে হচ্ছে যে বিধির লিখন, অদৃষ্টের ফল জানিতে পারিলেও খণ্ডাইবার যো নাই। ওসব কথা যাক্ প্রমীলা তোমার কাপড়ের তোরঙ্গটা খোল দেখি?

প্রমীলা। (লজ্জাবনতমুখী হইয়া তোরঙ্গ খুলিতে খুলিতে) দাদা এই যে আমার কাপড় চোপড় দেখুন না? দাদা, আপনার কাছে আমার লুকাইবার কিছুই নাই (তোরঙ্গের মধ্য হইতে একটী গৈরিক বসনের পুঁটুলী বাহির হওয়া।)

বিমলা। (চীৎকার করিয়া) আর দেখাতে হবেনা, আর দেখাতে

হবেনা? বুঝেছি, বুঝেছি! (অগ্রসর হইয়া প্রমীলার হাত দুটী ধরিয়া) প্রমীলা ভগ্নিটী আমার, একটীবার বল, আমায় উদ্ধার করবে? আমার এ বিষের জ্বালা অমৃত কুণ্ডের শীতল বারিতে জুড়াইবে? আর দেখ, আমি না দেখে বলছি ঐ পুঁটুলির ভিতর তোমার সাংখ্য, পাতঞ্জল, গীতা, উপনিষৎগুলি সব আছে। (বিধুমুখীর সব পুস্তক গুলি বাহির করিয়া, এক একখানি করিয়া মিলান) আর আজ হতে তুমি আমার ছোট ভগ্নী নও, তুমি আমার একমাত্র উদ্ধার কারিণী যোগিনী! স্বপ্ন সমস্তই সত্য হবে, আজ না হয় কাল তুমি আমার উদ্ধার করবেই করবে! কবে থেকে তুমি এ যোগিনী বেশ ধারণ করেছ প্রমীলা। তোমার বৌদিদিকে উপদেশ দিও, ওকে বাঁচাও। আমার যাতে উদ্ধার হয় করবে, ত? (প্রমীলার গৈরিক বসন অলক্ষ্যে পরিধান।)

প্রমীলা। (লজ্জায়) দেখুন দাদা, আপনি আমায় ও রকম কাতরে অনুরোধ করবেন না। এ গৈরিক কিছুই নয়, জ্বলন্ত বাসনাগ্নি নির্ব্বাপক, এ সমস্ত উপনিষৎ, দর্শন, গীতা, আর কিছুই নয়, ইন্দ্রিয় নিচয়ের দমন, তাহাদের রাজা মনকে বশীভূত করার সামান্য উপায় মাত্র। কিন্তু এ সব যে আপনিই আমায় শিখাইয়াছেন, আপনিই আমার গুরু, আপনিই আমার দেবতা, আপনার ধ্যানেই আমি এ সব শিখেছি। (অবনতমুখে) আমি নির্লজ্জার ন্যায় কত কি বললাম, তবে গুরু দেবতার কাছে আমার আবার লজ্জা কি?

বিধু। প্রমীলা তুমি এ সব সংস্কৃত বই কি করে পড়লে? বলছ, দাদা তোমার গুরু, দেবতা, তবে কি উনিই তোমায় এ সব শিখিয়েছেন? এ গৈরিক বসন তুমি পরবে কেন? প্রমীলা, বোনটী আমার, আমায় বলনা, কেন তুমি (চিবুকে হাত দিয়া) এ যৌবনে যোগিনী হয়েছ? এ সব বই কেন পড়েছ?

প্রমীলা। আমি কি বলব বৌদিদি, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করনা? উনিই

আমার গুরু, উনিই আমার দেবতা, উনিই আমার মনের সত্য অবলম্বন। আমি আর কিছুই জানিনা, বৌদিদি! ওঁর ঋণ আমি এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না। মৃত্যুর সময় বাবার পাদস্পর্শ করে এ প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যে কোন সদসৎ উপায়েই হউক দাদাকে বাঁচাবো? আমি এ প্রতিজ্ঞা ছাড়ব না। ঐ দেখ বৌদিদি, কিশোর দাদা, আর বড় খোকা কল্‌কেতার বাড়ী থেকে এল। আমরা এখান থেকে যাই চল।

বিমান। না, না, তোমরা আমার কাছ থেকে যেও না? আমি কিশোরকে কিছু বল্‌বনা।

(কিশোরের সহিত শ্যামলের প্রবেশ এবং প্রমীলার বেশ দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়ান।)

কিশোর। প্রমীলা তুমি কবে যোগিনী হ'লে? এ সব কি, তোমার সব বাক্স পেটরা নিয়ে কি করছিলে? কি হয়েছে? বৌদি', প্রমীলার কি হয়েছে, ব'লনা? বিমান দাদার কি অসুখ করেছে?

প্রমীলা। কিশোর দাদা, ওঁর অসুখ করে নাই। কই, কিছুইত হয় নাই!

কিশোর। (স্বগতঃ চিন্তিত ভাবে) "কিশোর দাদা" আমার নাম—আজ ধল্লে কেন? প্রমীলা কি পাগল হয়েছে, বৌদি'কে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বিমানের কলিকাতাস্থ বাটী। রাত্রিকাল—শয়ন প্রকোষ্ঠে বিধুমুখী শয্যায় অর্দ্ধশায়িতা।

বিধু। (নিজের মনে) আমি এখন আর কেউ নই; যখন কষ্টে দিন কাটছিল অর্দ্ধাশনে দাসীর মত খেটে খেটে মরেছি, একটা আহা উহু করবার লোক ছিল না, ছেলেদের মানুষ করা, স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে কত যত্ন আদর সবই করেছি, তার প্রতিফল হাতে হাতে পেলাম। প্রমীলা সুন্দরী এখন ওঁর বড়ই আপনার। খুড়া মরবার পর নিজেই আমি ঘরে কাল সাপিনী আনলাম। এখন তিনি গেরুয়া বসন পরেন, যোগিনী হয়েছেন ওঁকে উদ্ধার করবেন! কি আস্পর্দ্ধা! খান কতক সংস্কৃত বই পড়েছে, তবেই আর কি মন হয়েছে! ছেলেগুলোকেও প্রমীলা পোড়ারমুখী ভুলিয়ে নেবার চেষ্টায় আছে, দিন রাত্তির তারা প্রমীলারই কাছে! হতভাগিনী কিছু মন্তর জানে, কোন কথা কয় না, কিন্তু কাযে কি ভয়ানক কাণ্ডই করছে—আমার হৃদয় সর্ব্বস্বকে কেড়ে নিচ্ছে! ছেলেগুলোকেও হাত করেছে!! না, প্রাণ থাকতে তা হ'বে না, হবে না!! এর প্রতিকার করবই করব। তার ভালবাসা শেষ করছি!! আমার স্বামী যে আমার মুটোর ভিতর! এক কথায় তাঁর আমি কি না কর্ত্তে পারি, তা পোড়ারমুখী জানে না। (বিছানা হইতে উঠিয়া পদচারণ করিতে করিতে) দাঁড়াও প্রমীলাবল্লভ! এইবার এ বিষময় প্রেমের স্বাদ তোমায় পাওয়াচ্ছি? তোমার প্রাণে,—তোমার এ প্রণয়ে বিষ না ঢেলে দিতে পারি তাহ'লে আমার নাম বিধুমুখীই নয়—উঃ এত দূর—

গীত।

বিপদ তারণ, ডাকিহে তোমায়, (ওহে) করুণা-নিধান।
এ যাতনা আমি কাহারে জানাব,
হৃদি মাঝে রাখি, আপনি জ্বলিব,
ব্যথার ব্যথী কেবা, কাহারে কহিব,
সবই জান হে তুমি, (ওহে) জগত-বিধান॥

ঠাকুর পো, ঠাকুর পো? জেগে আছ কি?

(নেপথ্যে আমায় ডাকছ বৌদি', এই যাচ্ছি)
কিশোরের প্রবেশ।

কিশোর। আমায় এমন সময় ডাক্‌লে কেন, বৌদি'? তোমার কি ঘুম হচ্ছে না, বৌদি'? তোমার চোখে জল কেন, বৌদি'? তোমার কি হয়েছে বৌদি'? বাবা বল্‌তেন "তোমার বৌদিকে খুব ভক্তি কর্‌বে, তাঁর কথামত চল্‌বে, তোমার মঙ্গল হবে" মা মরবার পর বৌদি' তুমি আমায় মানুষ করেছ লেখাপড়া শিখিয়েছ, তোমাকেই মা বলে জানি। আমায় বলনা কি কর্‌তে হবে বৌদি'?

বিধু। বাবা কিশোর, ছোট ভাইটী আমার? বড় জ্বালায় শরীর জ্বল্‌ছে বুক ফেটে যাচ্ছে, মন যেন হু হু কর্‌ছে! তোমাকে দেখলে আমার সব আগেকার কথা মনে পড়ে। তোমার দাদা আর আমি-দুজনে কত তোমায় ভোলাতেম, দুজনে তোমায় কোলে পিঠে কর্‌তেম। তখন বড় খোকা হয়নি, তুমি ছাড়া তখন আমার বল্‌তে কেউ ছিলনা। প্রমীলা তখন'ত এখানে আসতোই না। সেই প্রমীলা এখন দাগা দিলে? হৃদয়ে চিতাগ্নি জ্বাল্‌লে ওঃ! (দুঃখে)

কিশোর। বৌদি', প্রমীলা তোমার কি করেছে, বলনা? তার এতবড়সাধ্য আমার বৌদি'র অপকার করে,হতভাগিনীর এতই অহঙ্কার! আমার মাকে—কি বলেছে বলনা শুনি? দাদাকে বলে সে পোড়ার মুখী শ্যামল কমলকে নিজের কাছে রেখেছে! আমি কেমন ইংরেজী বাঙ্গলা পড়াচ্ছিলুম দাদা বল্লে "প্রমীলা ওদের সংস্কৃত পড়াবে, কিশোর"? আমি কি করব,তুমি বৌদি' একটী কথাও কইলে না,এখন তারা তোমার আমার কাছে আস্‌তেও চায়না! আর দাদা,—বল্‌তে আমার বড়ই দুঃখ হয়, সেই স্বপ্ন দেখার দিন থেকে কিরকম হয়ে গিয়েছেন, তাঁর আর আমাদের ভাল লাগে না। আমি কত বুঝালেম কিছুই হ'ল না। আর তুমিওত কত বুঝিয়ে দেখেছ, হাঁও নয়, নাও নয়! খালি দেখেছ বৌদি'? প্রমীলা যদি ঐ সংস্কৃত পুঁথীগুলি সুরকরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে তা'হলে দাদা আর কোথায় আছে—অমনি চোখ দিয়ে জল বেরুতে লাগ্‌লো, ভাবে গদগদ হলেন, প্রমীলার কাছে বস্‌লেন, আর যতক্ষণ ও পোড়ার-মুখী পড়্‌বে, একদৃষ্টে মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌বেন, চক্ষের জল ফেলবেন! এ কি কম দুঃখের কথা? আমি সে দিন ভাল Phoilosophy খানা—KantsCritique of pure reason পড়্‌ছিলাম,যদি দাদা শোনেন! দাদা আবার তা শুন্‌বেন—বৌদি' বল্‌ব কি, আমায় বল্‌লেন "কিশোর পাশের ঘরে গিয়া পড়, আমার কষ্ট হচ্ছে"। Philosophy পড়্‌লে ওঁর কষ্ট হয়! আর কাঁকড়া বিছের মত ঐ সংস্কিড়িমিড়িগুলো যদি ঐ পোড়ারমুখী সুরকরে পড়ে তা'হলে ওঁর স্বর্গসুখ হয়! হায়রে আমার কপাল!! কোথায় ৫০৲ টাকায় একখানা Philosophy আর কোথায় ১।০ পাঁচসিকের ছেঁড়া পুঁথী—he must be mad বৌদি'?

বিধু। তুমি বড় বোকা ছেলে! বুঝ্‌লিনা ঐ কাল সাপিনী আমার সর্ব্বস্ব হাত্‌করে নিয়েছে। ছেলেদুটোকেও পর করেছে, তোর দাদাকে ভুলিয়ে নিয়েছে! আবার রূপের বাহার দেবার জন্য যোগিনী সাজ

হয়েছে !! ঠাকুরপো ! কিশোর বাপ্ আমার ? এর প্রতিকার কর্‌তেই হবে !!

কিশোর। (আস্ফালন করিয়া) কি কর্‌তে হবে ব'লত বৌদি' ? তুমি আমার মা, তোমার মনের দুঃখ আমি যেমন করে পারি প্রাণ দিয়েও, দূর কর্‌বই করব। (চেঁচাইয়া) প্রমীলাকে কেটে ফেল্‌তে বল তাও ফেল্‌ব ! তার এতদূর আস্পর্দ্ধা—এঁ্যা—

বিধু। চুপ কর বাবা, চুপ কর ? মায়ে পোয়ে এ রকম চেঁচা চেঁচি ক'ল্লে চাকর দাসীরা সব শুন্‌বে, কানা ঘুসো কর্‌বে। তা'হলে তোমার দাদার কানে উঠ্‌বে। প্রমীলার কি ব'লনা, খুব লাগাবে, আমরা চক্ষের বিষ হব। আস্তে আস্তে ভগবান উপায় করে দিবেন ! আর তুমি আমার সাহায্য কর্‌বে, আমার কথা শুনবে, তালেই হ'ল।

কিশোর। বৌদি' তুমি আমার মা, তুমি যা বল্‌বে বিচার-বিহীন হয়ে তখুনি সেই কায কর্‌ব এই আমার প্রতিজ্ঞা !

বিধু। যাও, বাপ আমার, শোওগে ?

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সুশীলা-মন্দির, কাঁকুড়গাছি, মদন-কুটীর। সকালবেলা—প্রমীলা যোগিনী বেশে দেবীগীতা পাঠে নিযুক্তা। স্বতন্ত্র আসনে সম্মুখে বিমান নিবিষ্টমনে পাঠ শুনিতেছেন। শ্যামল কমল প্রমীলার দুই পার্শ্বে উপবিষ্ট।

প্রমীলা। (পাঠান্তে) স্বামীন্ ! প্রভো ! (হাত ধরিয়া) এ অভাগিনীই তোমার সব যন্ত্রণার কারণ। আজ আমাদের জীবন সংগ্রামের শেষ অভিনয়ের আরম্ভ, আজ মহাবিপদ্। তোমার প্রতিবেশী মৌখিক

বন্ধু পুলিশের গুপ্তচর মাত্র। তোমার সরলান্তঃকরণ পুত্র কিশোরের ভুলে, ঐ গুপ্তচর তোমার উঠান হইতে তোমার পিতার মৃতদেহ উঠাইয়াছে। বিলক্ষণ তদারক হইতেছে। একে আমার ঈর্ষায় বৌদিদি জ্বলিতেছে, তাহার উপর এই আকস্মিক বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া আরও তোমাকে বিপদে ফেলিতেছে। তুমি হৃদয়ের কোমলত্ব পরিত্যাগ কর, পাষাণে হৃদয় বাঁধ, না হলে সহ্য কর্‌তে পার্‌বেনা, বুক ফেটে যাবে!

বিমান। (দৃঢ়স্বরে) আমার সে দিনের স্বপ্নের পরিপাক হতে আর বেশী বিলম্ব নাই। দেখ প্রমীলা, তুমিই আমার আশা, তুমিই আমাদের উদ্ধার কর্ত্রী!

প্রমীলা। স্বামীন্! এ দাসী শ্যামল কমলকে সংসার নিষ্কৃতিহেতু ব্রহ্মজ্ঞান দিয়েছে। আমার বাছাদের জন্য তোমার কিছুই ভাব্‌তে হবে না। মায়ের ছেলে মার কাছেই থাকবে। আহা! বাছারা আমার বালক, সংসারের কিছুই জানেনা! আমি ওদের মা হয়ে অমৃত খাইয়েছি, কখনও শোকতাপে দগ্ধ হবে না। দেখ, তুমি আজ থেকে প্রস্তুত হও, তোমার দুঃখের ভাগী আজ থেকে আর কেহই নাই। তুমি আমার হৃদয় দেবতা, তোমার চক্ষের কাছ থেকে আজ হতে আমি পৃথক হব, (চক্ষের জল মুছিয়া) তোমায় দেখে যদি কেঁদে ফেলি—! (ছেলেদের দিকে চাহিয়া) বাবা শ্যামল, বাবা কমল, ওঁর চরণে প্রণাম কর? (তাহাদের প্রণাম করণ) বাবা একবার দুজনে আমার কোলে বস? দেখ এ অনিত্য সংসারে দুজনে খুব দৃঢ়চেতা হবে? তোমার পিতাও কেউ নয়, মাতাও কেউ নয়! আচ্ছা আমি তোমাদের কে হই, বল দেখি, বাবা?

শ্যামল কমল। তুমি আমাদের জগন্মাতা, শিক্ষাদাতা, জ্ঞানদাতা গুরু, মা জননী! আমাদের গুরুর গুরু, জন্মদাতা পিতা সাক্ষাৎ উপবিষ্ট, আর জগন্ময়ী তুমি! তুমি না কি আমাদের পিতারও গুরু? মা জননী তুমি অগাধ জ্ঞানসঞ্চারি সনাতন ব্রহ্ম, একমেবাদ্বিতীয়ং। বিক্ষোভিত

বুদ্বুদ ক্ষণিকের তরে অন্য আকার নিত্য বস্তুর কল্পনায় ধারণ করে, তাই (গলা জড়াইয়া উভয়ে) তুমি আমাদের পরিত্যাগ করে কার কাছে রেখে এখন কোথায় যাবে মা, আমাদের কে উপদেশ দিবে, কে অমৃত খাওয়াবে!

প্রমীলা। বাবা, আমি তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব তারপর তোমাদের সঙ্গে দুএকদিনের ছাড়াছাড়ি হবে। ঐ আমার গুরুদেবতার সঙ্গে তোমাদের ক্ষণিকের তরে পুনশ্চ মিলন হবে, উনি রইলেন, ভগবান দেখ্‌বেন। (বিমানের প্রতি) বেলা নয়টা, তোমার হাতেধরে বল্‌ছি, আমায় কাঁদিও না (চক্ষের জল মুছিয়া) শীঘ্র প্রস্তুত হও, বেলা বারটার পর খুব্‌ সাবধান? আমি ছেলেদের নিয়ে যত শীঘ্র পারি চলিয়া যাই। হা ভগবান! (শ্যামল কমলকে) এস, চল। [প্রস্থান]

(একজন ইনস্‌পেক্টার ও চারজন সবইনস্‌পেক্টারের বহির্ব্বাটীতে প্রবেশ)

ইন। (দেউড়ীর দরওয়ানকে লক্ষ্য করিয়া) এ দরওয়ানজী এ কোন্‌ বাবুকা মোকাম হায়?

দর। ছোটাবাবু কিশোর বাবুকা মোকাম হায়, সাব্‌। ছোটাবাবু কলকেত্তামে হায়, আভি বড়াবাবু হিঁয়া হায়, সাব্‌।

ইন। আরে, নেহি নেহি, বড়বাবুকা নাম পুছতে হেঁ?

দর। সাব্‌, নামতো জানতা হায় লেকেন্‌ আভি ইয়াদ নেহী

ইন। আচ্ছা বাবুকো একদফে খবর দেও?

দর। বড়বাবু আভি শোগিয়ে হেঁ। আপ্‌লোগ বৈঠিয়ে হাম তুরন্ত খবর দেতে হেঁ (দরওয়ানের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)। চলিয়ে, বৈটকখানা ঘরমে, বাবুসে হুঁয়াই মুলাকাৎ হোগী?

(সকলের বৈটকখানা ঘরে প্রবেশ পরে বিমানের প্রবেশ)

ইন। (বিমানকে সম্বোধন করিয়া) আপনার নাম কি বিমানবাবু।

বিমান। আজ্ঞে না। ছেলেবেলায় পিতা মাতা বিমল বলে ডাকৃতেন।

ইন। বিধুমুখী দেবী আপনার হন কে?

বিমান। আমার হন স্ত্রী।

ইন। আপনার নাম তবে বিমানবাবু। Bengali gentle lady cannot have two husbands বিমান and বিমল। মদনচাঁদ বাবু নামে এক লোককে খুন করার অপরাধে আপনার নামে warrant আছে I arrest you in the name of the Queen Empress (বিমানের হাত ধরা) আপনি নাম ভাঁড়াইতেছেন কেন?

বিমান। সাহেব তুমিত বেশ বাঙ্গালা বোঝ, কিন্তু এইটী বুঝ্‌তে পাল্লে না। আমি বল্লুম আমার ছেলেবেলার নাম বিমল। এখন্‌কার নামত বলি নাই। মদনচাঁদ বাবু আমার পিতা।

ইন। তবে আপনি নাক্ষুঁকে তাঁকে গোর দিলেন কেন? বাঙ্গালীতে লাস আনায় কৈ পোঁতে না ত? লাস আমরা দেখেছি।

বিমান। ঐটী আমার ভুল হয়েছে মাপ্‌ করবেন? বাপ্‌টীকে পোঁতবার বড় দরকার হয়েছিল একটী বাপের গাছ গজাইবার জন্য। আপনার সঙ্গে আমার বৃথা তর্কের প্রয়োজন নাই। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। Do your duty.

ইন। তবে চলুন।

(একজন সবইনস্‌পেক্টারের গাড়ী আনিতে গমন)

বিমান। ইহাই আমার দুরদৃষ্ট, আমি কাহারও দোষ দিতেছি না।

(ইতিমধ্যে গাড়ি লইয়া সবইনস্‌পেক্টরের আগমন)

দরওয়ানজী! তোম্‌ খবরদারীমে রহ্‌ হাম জলদী লোটেঙ্গে।

দর। যো হুকুম মহারাজ।

[গাড়ীতে সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অপরাহ্ণকাল। সুশীলা মন্দির, মদন কুঠীর, কাঁকুড়গাছি। প্রকোষ্ঠান্তরে রুগ্নশয্যায় কিশোর, পার্শ্বে যোগিনী প্রমীলা সেবায় নিযুক্তা।

প্রমীলা। দাদা, অষুদটা খাও, বল পাবে। আর ভেব'না, ভাব্‌লে কি হবে ব'ল?

কিশোর। ভগ্নি, তুমি আমায় ভাব্‌তে বারণ ক'রছ, কিন্তু আমি যে না ভেবে থাকৃতে পারৃছি না। সেই দুটী দুধের ছেলের, শ্যামল কমলের, রক্তাক্ত মৃতদেহ, মাতৃতুল্যা বৌদিদির রক্তরঞ্জিত, তখনও সজীব, প্রাণশূন্য কমনীয় দেহখানি, সেই আদালত গৃহ, সেই যমদূতের ন্যায় প্রহরী বরকন্দাজগণ, বড়দাদার নির্ভীক শীর্ণ দেহ খানি, সবই আমার চক্ষের সাম্‌নেই রয়েছে। জুরীদিগের এক মতে রায় প্রকাশ ও দাদার প্রতি জজের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা, এখনও আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে।

প্রমীলা। দাদা, তুমি কি কর্‌বে বল? সবই ঈশ্বরের হাত। বৌদিদি যে হঠাৎ পাগলের মত হ'য়ে আদালতের ভিতরেই ছেলে দুটীর বুকে ছোরা মার্‌বে, আর নিজের বুকেও সেই রক্তাক্ত ছোরা খানি বসিয়ে দেবে, অকস্মাৎ চক্ষের নিমিষে এতকাণ্ড হ'য়ে যাবে, তা তুমি কি ক'রে জান্‌বে বল? দাদা, এখন, তুমি ছিলে ব'লে, আমার শ্যামল আমার কমলের, আর আমার বৌদিদির, মৃতদেহের সৎকার হ'ল।

আমি স্ত্রীলোক, আমি কি কর্ত্তুম বল ...র উনি তোমাকেই সমস্ত বিষয়াদি দিয়েছেন—বাটী দুখানি, ধন রত্ন যা কিছু রইল সবই তোমার; দাদা, তুমিই এখন তোমার দাদার একমাত্র উত্তরাধিকারী, তোমার দাদার আর কেউ নেই, তুমিই তাঁর একমাত্র পুত্রস্থানীয়।

কিশোর। দেখ, প্রমীলা, আমার ইচ্ছা হয় নিজের প্রাণ দিয়ে, দাদাকে ফাঁসীথেকে বাঁচিয়ে আনি। কিন্তু ভগবান্ আমায় উত্থানশক্তি রহিত করেছেন! তাঁর মনে কি আছে আমি বল্‌তে পারিনা— আমার কপালে সকলকে চিতানলে ভস্মকরা এই কার্য্যটী লিখেছিলেন! ভগ্নি, ওঃ!! কি মর্ম্মভেদি দৃশ্য; প্রমীলা, আমি আমার মা ভাইদের সঙ্গে এক চিতায় গেলুম না কেন? (ক্রন্দন)

প্রমীলা। দাদা, ও সব কি কথা? তুমি বেঁচে থাক, রাজা হও, তুমি মর্‌তে যাবে কেন? আর ওঁর জন্য—তোমার দাদার জন্য— তোমার ভাব্‌তে হবে না; তাঁর প্রাণদণ্ড হবে না। যার যা কর্ম্মফল সব ভুগ্‌লে, কর্ম্মফল কেহই রোধ কর্ত্তে পারে না। যা' যা' ঘট্‌ল, আর যা' যা' ঘট্‌বে, তোমার দাদা পূর্ব্ব হতেই সব জান্‌তেন, আর আমাকেও সব বলেছিলেন। বাবাও মৃত্যুর সময় তোমার দাদাকে সমস্ত ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে, সাবধান করে গিয়েছিলেন। দাদা, তোমার ছোট ভগ্নিটীকে বিদায় দাও, এখন আমি যাই, আমার বিলম্ব করবার আর যে যো নাই! দাদা, এই তোমার সঙ্গে বোধ হয় আমার শেষ দেখা!! বিবাহ করে তুমি সুখী হও, দাদা তোমার ছোট ভগ্নিটীকে মাঝে মাঝে মনে করো।

কিশোর। ছোট বোন্‌টী আমার! আমায় ছেড়ে তোমায় কোথাও যেতে দোবো না! এই শ্মশান—পুরীতে আমায় একলা রেখে, কার সঙ্গে তুমি কোথায় যাবে, প্রমীলা? দাদাকে আমার কি করে বাঁচাবে? আচ্ছা প্রমীলা, আমার মনে হয় তোমার হিংসাতেই বৌদিদি এই

আগুণ জ্বালিয়ে সকলকে পুড়িয়ে মেরে, নিজেও পুড়ে ম'লেন! তুমি কি, প্রমীলা, আমার দাদাকে সত্যই ভালবাস?

প্রমীলা। দাদা, আমি তোমার ছোট ভগ্নী, এ প্রগল্‌ভার অপরাধ নিওনা? দাদা, স্ত্রীলোকের হৃদয় কি উপাদানে গঠিত তুমি তা' কি করে জান্‌বে ব'ল। যদি হৃদয় দেখাবার হ'ত তা হ'লে দেখাতেম, উনিই আমার হৃদয়ের দেবতা, আমার হৃদয়ের অধিকারী, আমার পরম গুরু, আমার প্রেমের কাণ্ডারি! এ যে সে প্রেম নয়, অন্তরে অন্তরে আলিঙ্গন! দুইটী মনের স্বর্গীয় মিলন, স্বর্গীয় উচ্ছাস! বৌদিদির ঈর্ষা বহ্নিতে এ আনন্দ প্রবাহ রোধ হইবার নয়, ক্রুদ্ধ ভস্মীভূত হইবার নয়! দাদা, তুমি এখনও প্রাণ দিয়া কাহাকেও ভালবাসিতে শি'খ নাই, নিস্বার্থ ভালবাসা কি জিনিষ কেমন করে জান্‌বে ব'ল? দেখ দাদা, আমাদের দুটী আত্মার একীভাব হইয়াছে, আমরা উভয়ে পরস্পরের প্রেম গুরু—আজ আমাদের উভয়ের অনন্ত মিলনের দিন! আজ দুই আত্মার বর বধূ বেশে সমাগমে স্বর্গীয় আনন্দ প্রবাহ ছুটিবে!! দাদা, প্রগল্‌ভা ভগ্নির ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিও, আর বাধা দিও না, আমি যাই, উনি আমার জন্য উতলা হয়ে পথ পানে চেয়ে আছেন—দাদা, জনমের মত বিদায় দাও—

(গীত)

তোমারি সোহাগ-বিবশা আমি,
আমারি প্রেম-বিধুর তুমি,
দোঁহাকার আশাপথে, দোঁহে রয়েছি।
আমারি প্রাণ-প্রতিম তুমি,
তোমারি পরাণ-পুতলী আমি,
দোঁহে দোঁহোপরে, ছবি এঁকেছি।

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

কিশোর। আহা! কি স্বর্গীয় প্রেম! বিমান দাদা, তুমিই ধন্য!! বৌদিদি, এ প্রেম তুমি কি করে বুঝবে? এযে সুধামাখা অমৃত প্রবাহ!! (সহসা শয্যা হইতে উঠিয়া) ভগ্নি, দাঁড়াও আমিও তোমার সঙ্গে যাই, আমার শরীর এখন নীরোগ; দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে যাব? আমায় এ পাপপুরীতে ফেলে যেওনা—ঐ—ঐ—যা—যা—কোথায় গেল—

(পতন ও মূর্চ্ছা)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাত্রিকাল—কারাগারে অন্ধকারে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিমান।
প্রহরীগণ বন্দুকহস্তে দ্বার রক্ষা করিতেছে।
প্রবল ঝটিকা ও মুসলধারে বৃষ্টি।

বিমান। আজ আবার সেই দুর্দ্দিন, যে দিন আমার স্নেহময় অজ্ঞাত পিতা নিষ্ঠুর ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিয়াছিলেন। আজ আবার সেই দিন, যে দিন অর্থলোভে আমি পিতৃদেহের সৎকার না করিয়া, বিধর্ম্মীর ন্যায় মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করি—আজ সেই দিন, যে দিন মৃত পিতার পরিচ্ছদ হইতে চাবি লইয়া, চোরের ন্যায় তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করি ও তাঁহার সমস্ত ধন রত্ন লুণ্ঠনের চেষ্টা করি আজ কিন্তু সেই শুভদিন যে দিন দেবীর সহিৎ পিতৃগৃহে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তাঁরই আজ্ঞায় স্নেহময়ী জননীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, পিতার উদ্ধারের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনের সূত্রপাত করি, সেই অশুভ পাপধন নিজগৃহে আনি। ওঃ! সেই কালধনের পরিণাম কি ভয়ঙ্কর!! স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প হয়! প্রাণপ্রতিম পুত্রদ্বয়, সাধ্বী স্ত্রী, সবই

হারাইলাম ; আমিও পিতৃ হত্যারূপ কলঙ্ক পসরা শিরে লইয়া নিজের প্রাণ জল্লাদের হস্তে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি। ইহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে। খুল্লতাতের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সেই ভীষণ স্বপ্ন এখনও আমি যেন স্পষ্ট দেখিতেছি। এখনও যেন খুল্লতাতের মৃত্যুকালীন বাক্যগুলি—"বিমান তোমার ভবিষ্যৎ গগনের ভীষণ বিশৃঙ্খলতার, ভীষণ রুধির বৃষ্টির সাহায্যকারী, এই অপ্রাপ্তবুদ্ধি কিশোর, কিন্তু তোমার ও বিধুমুখীর পুত্রস্থানীয়, বংশে বাতি দিবার জন্য এই বালকমাত্র খালি জীবিত থাকিবে। বিধুমুখীর পক্ষে কালসার্পিনী এই প্রমীলা, ইহার অদৃশ্য দংশনেই সপুত্র বিধুমুখী প্রাণ হারাইবে। কিন্তু প্রমীলাই তোমার জীবন মরুভূমিতে অমৃতবারি সিঞ্চন করিবে। তোমার উদাস প্রাণের একমাত্র বন্ধন এই উদাসিনীই হইবে।" সে কথাগুলি কর্ণে এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। (শৃঙ্খলে হাতদেওয়া ও সমস্ত শরীর বেদনাযুক্ত বোধ করনে) উহু কি যন্ত্রণা! প্রাণ যায়! আমার পাপের কি পরিণাম! যিনি পিতা তাঁহাকে পিতা বলিবার যো নাই! এখনি রাজপুরুষেরা নির্য্যাতন করবে! যদি এ যাত্রা এ জীবন কোনও প্রকারে রক্ষা হয় তাহ'লে সংসারে আর থাক্‌বোনা, মায়া মমতা সব ভুলে—নিজের নাম পর্য্যন্ত ভুলে, সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-জীবন ভগবানের রাতুল চরণে প্রাণ মন সমর্পন করবো, নিজের অস্তিত্ব আর রাখ্‌বো না।

গীত।

জীবনেরি ধন, সে প্রিয় রতন।
আপনা পাশরি, তাঁরে করিব আপন॥
তাঁরি পদে প্রাণ মন বলি দিব,
প্রেমময়, তাঁর আদেশে রহিব,
(এই) লোহারি শৃঙ্খলে বাঁধা না থাকিব,

অশ্রুনীরে তাঁর ভিজাব চরণ,
তাঁরই দাস হয়ে, কাটাব জীবন॥

(নেপথ্যে শৃঙ্খলের আওয়াজ, বাহির দরজা খোলার শব্দ)

বিমান। (সহসা চমকিত হইয়া) সেকি! এরই মধ্যে রজনি প্রভাত হ'ল! ওহো দুঃখের রাত্রি এত শীঘ্রই কেটে যায়? প্রভু দয়াময়! আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও! মৃত্যুর পূর্ব্ব-যন্ত্রণায় আমি অধীর হ'চ্ছি, বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছি। (হাতযোড় করিয়া) মাগো! নিজের সুখের জন্য পিতৃধন চুরি করিবার অপরাধে, অজ্ঞাত পিতার অশুভ ধন লুণ্ঠনের অপরাধে, অতিশীঘ্র এ যন্ত্রণাময় ভবধাম পরিত্যাগ করিতেছি— আমায় একটীবার কোলে তুলে নিও মা! দেবী! আপনি যে বলে-ছিলেন, যে মাতৃ আজ্ঞায় পিতার উদ্ধারের জন্য আমায় প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌তে হবে? কই মৃত্যুর সময়'ত মা আমায় একবার দেখা দিলেন্ না! কই মার চরণ'ত একবার দেখ্‌তে পেলেম না! যাক্? আর ও সব ভেবে যন্ত্রণা বাড়াব না, চিত্ত বিকল কর্‌বো না। প্রভু প্রেমময়, তিনি প্রেমের বারিধি, সেই প্রেম বারিধিতে পড়ে হাবু ডুবু খাই না—যদি ডুবে যাই, সেই ভগবৎ প্রেমে ডুবে অপঘাতেই মর্‌বো—(চক্ষু বুজিয়া) প্রেমের কাণ্ডারি প্রভু, প্রেম বারিধি হ'তে আমায় পার করনা, প্রভো? না হয় আমায় প্রেম সমুদ্র মাঝে ডুবিয়ে মার, আঃ! আঃ!! কি সুখ!!! এই ডুবে—মর্‌ছি আ—আ—(মূর্চ্ছা)

(সহসা আলোক বিকাশ দেবীর আবির্ভাব)

(নেপথ্যে গীত)

উঠ, আঁখি খোল, প্রাণধন, (এই) প্রেমময়ে দেখরে নীহারি,
(কেন) মায়াঘোরে, ত্যাজিবে জীবন।

প্রেমহরি শ্যাম, নীরদ বরণ,
বনমালী, ধারি পীত বসন,
মুরলী বাদন, জগত মোহন,
নবীন কিশোর, (তাঁর) বামেতে কিশোরী ॥

(সহসা জ্ঞান হইয়া বহু আলোকে আস্তে আস্তে চক্ষু মেলন,
দেবীর গীতের সহিত তীরোভাব)

বিমান। মা !! মা !! দেবী ! কেন জাগালে, কেন চেতন কল্লে ?

(নেপথ্যে গীত)

জাগ্রত স্বপন কতযে দেখিলে—
জাগিয়া জাগিয়া কত ঘুমাইলে—
জেগেছ কি এবে ?—বন্ধন শৃঙ্খল,
কাট কাট তুমি হয়ে অবিকল
মায়ারি পাশে বাঁধা, কি বলে।

বিমান। (গীত শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া) এ প্রমীলার কণ্ঠ-স্বর !! প্রেমময়ী প্রমীলা আমার যৌবনে যোগিনী, আমায় জীবন সংগ্রাম থেকে উদ্ধার কর্ত্তে এসেছে ; বড় কষ্টে জীবন যাচ্ছে, শান্তি-দায়িনী— একবার এস ? আমি আঁধারে শৃঙ্খলে বাঁধা, আলোক দাও ?

(নেপথ্যে গীত)

মনেরি আলোক, মনে বিকাশি—
অতুল প্রেমের অতুল হাসি।
উঠ উঠ ত্বরা ঘুচিবে আঁধার—
নূতন জীবন, নূতন প্রেম, নেহার আবার—

প্রভাতি কিরণ, প্রভাতি কুসুম,
(দেখ) তাহে আমোদিত দশ দিশি ॥

(যোগিনী প্রমীলার কারাগৃহে প্রবেশ)

(অল্পে অল্পে বিমানের বন্ধন মোচন, কয়েদির সাজে
বিমানের উঠিয়া দাঁড়ান)

প্রমীলা। ও কয়েদির বেশ ছাড়। নূতন জীবনে নূতন নামে নূতন ধামের বেশ ধর? গৈরিক বসন পর? এখন তোমার কোনও ভয় নাই। এই পথে চলে যাও, কেউ বাধা দেবে না, গঙ্গারধারে লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে বিনা বাক্যব্যয়ে চলে যাবে, রাত্রি প্রভাত হলে আমার সঙ্গে দেখা হবে।

বিমান। (কাতরে যোগীবেশে) আমায় এখন কোথায় তোমায় ছেড়ে যেতে হবে? তোমায় ছেড়ে আমি স্বর্গেও যাবনা? সঙ্গে চল, না হলে এখানে থাক্‌লে তোমার কি আর রক্ষা আছে! পুলিসের অত্যাচার পীড়ন থেকে তোমারি প্রসাদে আর তোমারি ঔষধে পরিত্রাণ পাই, তোমাকে আবার সেই যন্ত্রণা ভুগ্‌তে রেখে যাব? আমি এখান থেকে যাব না, যেতে হয় একসঙ্গে যাব।

প্রমীলা। ছি!! আবার ঐ মায়া! আবার আগ্রহ, আবার ঐ কামনা? যা বলি তাই কর, পাগ্‌লামি করোনা? তোমার আমার তুজনেরি মঙ্গল হবে। এ সংসারে আর কেউ নেই, দেখেছ ত সব মরেছে! কেঁদনা? তুমি কাঁদ্‌লে আমিও কেঁদে ফেল্‌ব! একমাত্র কিশোর রুগ্নশয্যায় কাঁকুরগাছির বাগানে আছে। তোমার বাড়ী তুটী, টাকা কড়ি যা ছিল সমস্তই ইংরাজরাজের দয়ায় সেই পেয়েছে, আমাদের কায ফুরিয়েছে, আমাদের আর কেউ নেই, কিছুই নেই!! এখন সেই আমাদের দয়াল প্রভু আছেন। চল তাঁরি আশ্রয়ে যাই। দাঁড়িয়ে

কেন, যাওনা ? আবার ঐ চোখের জল ? না তোমার গতিক ভাল নয় ! দেখ্‌ছি, তোমার একটা পাগলা গারদের ব্যবস্থা করতে হবে। এখনও- যাও বল্‌ছি ? রাত্রি প্রভাত হয়ে যাবে, তাহ'লে সর্ব্বনাশ !!

বিমান। আমার যে যেতে একপাও সর্‌ছেনা, প্রমীলা, তুমিও এখান থেকে চল ?

প্রমীলা। আমার কথা শোনাহচ্ছে না ? তোমার প্রমীলাত অনেক দিন মরেছে ! দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি—

(ক্ষণেকের মধ্যে অন্ধকার বিমান চিৎকার করিয়া)

বিমান। না, না, আমি যাচ্ছি, এত অন্ধকার ! একবার দেখা দাও প্রমীলা ? আমি তোমার অবাধ্য হ'বনা—(পুনঃ আলোক প্রকাশ বিমানের আস্তে আস্তে বহির্গমন)

প্রমীলা। যাও ? দাঁড়িও না ? অমি চল্লেম (তীরোভাব)

পট পরিবর্ত্তন।

বিন্ধ্যাচলের শীর্ষদেশ। সূর্য্যাস্তকাল।

যোগী ও যোগিনী বেশে বিমান (ওরফে বিমল)
ও প্রমীলার প্রবেশ।

বিমান। দেবী ? আর আমার মনে কোনও দুঃখ বা আক্ষেপ নাই বিমল আনন্দে আমার চিত্ত প্রশান্ত। এই যে মোহময় উদ্বেগকারি সংসারাশ্রম ত্যাগ করাইয়া, দেবী, আমায় যে স্বর্গে আনিয়াছেন এই শান্তিময় আনন্দধাম ত্যাগ করিয়া আর কদাচ পুনশ্চ পাপ সংসারে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা নাই। এখন দেবীর যাহা অভিরুচি ?

প্রমীলা। গুরো! হৃদয়ের দেবতা! আপনার যাহা অভিরুচি আমারও তাহাই। প্রভো! এদাসী নিজ অস্তিত্বে জলাঞ্জলি দিয়াছে, সিন্ধুজলে তরঙ্গমাত্র হইয়াছে। দাসী প্রভুর ছায়া মাত্র, প্রনবের অর্দ্ধমাত্রা মাত্র হইয়াছে।

(উভয়ের উপবেশন ও ধ্যানে নিমগ্ন হওন)

ভৈরব ও ভৈরবীগণের প্রবেশ।

ভৈরবগণ। ব্রহ্ম পরম জ্যোতিঃ, নিত্যানন্দ শান্তিধাম।

ভৈরবীগণ। প্রেমময় প্রেমময়ী, কিশোর কিশোরী—
সে যে প্রেমের কাণ্ডারী—
হবে পূর্ণ মনস্কাম॥

ভৈরব। ভবতাপ হর, শঙ্কর,
যোগীবর, প্রাণারাম।

ভৈরবী। জগত মোহন বংশী বাদন
বনমালী শ্যাম গোলোক বিহারী—

উভয়ে। ভবভয় হারি, ভব সন্তাপ হারি॥

(পটক্ষেপণ)